কালেমা তৈয়্যেবা

لا إله إلا الله محمد رسول الله

আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল কুরায়শী

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

القرآن العظيم ؛ الفاطر

পবিত্র বচনাবলী তাঁহার দিকে উত্থিত হয় এবং সৎকর্ম্মসমূহ তিনি উত্তোলিত করেন। (আল ফাতের ঃ ১০ আয়াত)

কলেমায় তৈয়েবা

পবিত্র মন্ত্র ঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ)-র
শাব্দিক অর্থ ও কোরআনী ব্যাখ্যা।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী
কর্তৃক সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য : ১৫/-
হুয়াইট : ষোল টাকা মাত্র
নিউজ : দশ টাকা মাত্র

প্রকাশক :
ডক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী,
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে
আহলে-হাদীস,
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১

দ্বিতীয় সংস্করণ : ৩০০০
জুমাদাস সানিয়া : ১৩০৫ হিঃ
ফাল্গুন : ১৩৯১ বাং
ফেব্রুয়ারী : ১৯৮৫ ইং

মূদ্রণে :
এম এ বারী
আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৯৮, নওয়াবপুর রোড,
ঢাকা—১

উৎসর্গ

দিশাহারা মানব সন্তানের
হস্তে
"কালেমায় তৈয়েবা"
অর্পিত হইল।

Kalema-i-Taiyebah Written by Late Allama Muhammad Abdullahil kafee Al Qurrishee

Published by Dr. Muhummad Abdul Bari, President Bangladesh Jamiyat Ahl Al-Hadith, 98, Nawabpur Rood, Dhaka—1, Bangladesh.

সূচিপত্র

পূর্ব্বাভাষ

نحمد الله العظيم و نصلی علی رسوله الکریم

الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة

طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها

کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم

یتذکرون -

"তোমরা কি দেখ নাই কি ভাবে আল্লাহ পবিত্র বৃক্ষের সহিত পবিত্র বচন: কলেমায় তৈয়েবার তুলনা প্রদান করিয়াছেন? সে বৃক্ষের মূল প্রতিষ্ঠিত আর শাখা প্রশাখাগুলি তার গগনস্পর্শী! সে পবিত্র বৃক্ষ প্রভুর অনুমতিক্রমে প্রতি মূহূর্ত্তে মেওয়া (ফল) প্রদান করে! মানুষ যাহাতে উপদেশ লাভ করিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য আল্লাহ উপমা বর্ণনা করিয়া থাকেন। (ইব্রাহীম: ২৪)

যে পবিত্র বৃক্ষ প্রতি মূহূর্ত্তে ফলপ্রসু, তার মর্য্যাদা ক্ষুধার্ত্ত ও অনশন-ক্লিষ্ট যারা, তারাই উপলব্ধি করিতে পারে। দুনয়ায় মানবত্বের যে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; প্রতিহিংসা, প্রতিযোগিতা ও শত্রুতার যে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারের যে বন্যা জগতকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে; শয়তানের সিংহাসন অন্তর ও বহির্জগতে যে ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, তাহাতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও ধর্মভাবের ভিত্তি-ভূমি নড়িয়া গিয়াছে। নূতন নূতন ভাবধারা ও কাল্পনিক মতবাদ সমূহের গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া মানুষ অধীর, অতিষ্ঠ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। বস্তুতন্ত্রবাদের প্রবল

তাড়নায় জ্ঞান গরিমা, বুদ্ধি বিবেচনা, স্নেহ ও চেতনার বৃত্তিগুলি মানুষের জঠরে আশ্রয় লাভ করিতেছে। মোটের উপর গোটা মানবত্বের গৌরব ও মহিমাকে, তার অন্তরের ও বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিয়া হেঁচ্-ড়াইয়া মানুষের উদরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখার ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ফলে আর্ত্ত ও পীড়িত মানব সন্তান আজ শান্তি ও প্রেম, বিশ্বাস ও সততা এবং ধর্ম্ম ও সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল ও বুভুক্ষু হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

"কলেমায় তৈয়েবা" রূপী পবিত্র বৃক্ষের মেওয়া ক্ষুধার্ত্ত মানব জাতির সকল বুভুক্ষা নিবারণ করিতে সমর্থ।

কিন্তু যে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা গগন-চুম্বী তার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। "কলেমায় তৈয়েবা" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমি অসাধ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলাম, তাই পদে পদে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইয়াছি; বিশেষতঃ দিগন্ত-বিস্তারী শাখা-প্রশাখা ধরিতে গিয়া হাদীছ ও ছুন্নতের সোপানে আরোহণ না করিয়া একমাত্র পবিত্র কুরআনের উপর নির্ভর করার দুঃসাহসিকতার দরুণ আমার লাঞ্ছনা চরম দুর্দ্দশা পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। অথচ ব্যাখ্যাগুলি যাহাতে প্রকাশ্য ছুন্নতের প্রতিকূল না হয়, তজ্জন্য হাদীছ, ফিক্‌হ ও অভিধানের অনেক দফ্‌তর মন্থন করিতে হইয়াছে।

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কতবার যে পবিত্র কুরআন আগাগোড়া পড়িতে হইয়াছে, তা সঠিক ভাবে বলিতে পারি না, তথাপি ব্যাখ্যার বহু অংশ যে অকথিত রহিয়া গিয়াছে, তা স্বীকার করিতেছি। "কলেমায় তৈয়েবা"র ব্যাখ্যায় সমগ্র কুরআনের সম্পর্কিত অংশগুলির সাধারণ ভাবে এবং আল্‌ফাতেহা, আয়তুলকুছি, আল্‌ইখ্‌লাছ, আল্‌হাদীদের প্রথমাংশ ও আল্‌হাশ্‌রের শেষাংশের বিশদ অর্থ সংযুক্ত হইয়াছে।

যার কোনই গুণ নাই, তার অস্তিত্ব সন্দেহজনক, চরম নির্গুণতা

নেতির পর্য্যায়ভুক্ত। ইছলামের আল্লাহ নির্গুণ নন, তাঁর গুণাবলী মোটামুটি ভাবে কুরআন হইতে চয়ন করিয়াছি। আশাএরা ও হানাবেলার দ্বন্দ্বের দিকে দৃক্‌পাৎ করি নাই, সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র নামাবলী—আল্ আছ্মাউল্ হুছ্নার অর্থও স্বাভাবিক ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু মহান প্রভুর কোন মহিমান্বিত গুণ আমাদের ধারণার অন্তর্গত অবস্থা ও গুণের সহিত তুলনীয় নয়। নামাবলী মনের মত করিয়া সংযোজিত ও সুসজ্জিত করিতে পারি নাই, তথাপি চারি শ্রেণীতে নামগুলি ভাগ করিতে চাহিয়াছি; একটু চেষ্টা করিলেই আমার উদ্দেশ্য ধরা পড়িবে।

কর্ম্ম-যোগের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ, তবে ইছলামের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জাগ্রত করার পক্ষে উহা উপকারী হইবে।

যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তৎসম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাঠ করার আমি সুযোগ পাই নাই; সুতরাং ইছলামের সর্ব্বজনবিদিত শাশ্বত মন্ত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে ভাবে ও যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইল, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকেই বহন করিতে হইতে।

দুরন্ত ব্যাধির জ্বালা যন্ত্রণার মধ্য দিয়া এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার দোষ ত্রুটী উপেক্ষা করা উচিত; সংশোধন সাপেক্ষ যাহা, তার সংশোধন আল্লাহর তওফীকের উপর নির্ভর করিতেছে।

"কলেমায় তৈয়েবা" অতীতে আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলনের মৌলিক আকিদা – *Creed* রূপে গৃহীত হইয়াছিল, পুনরায় উহা উক্ত আন্দোলনের বীজ মন্ত্র স্বরূপ গৃহীত হউক, আমিন!

নুরুলহুদা লাইব্রেরী,
পোঃ নুরুলহুদা, জেলা দিনাজপুর
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

আহ্বকর
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল-কাফী আল্‌কোরায়শী

কলেমায় তৈয়েবা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান ও মহীয়ান আল্লাহর জন্য যাঁহার অপার অনুগ্রহে হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর (রহঃ) দীর্ঘদিনের গবেষণা-প্রসূত অনবদ্য গ্রন্থ 'কলেমায় তৈয়েবা' এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

"নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের সদর দফতর কলিকাতা হইতে পাবনায় স্থানান্তারিত হওয়ার কিছুকাল পর বাংলা ১৩৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইংরাজী ১৯৪৯ সালের জুন মাসে) আমার তত্বাবধানে পাবনা হইতে এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনও জম্ঈয়তের নিজস্ব প্রেস স্থাপিত হয় নাই। এই গ্রন্থটি সুধী মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। বহু চাহিদা এবং একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্বেও উহার দ্বিতীয় সংস্করণ নানাবিধ অসুবিধায় এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আল্লাহর তওফীকে এক্ষণে উহা পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারায় আমরা যে কত আনন্দিত তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থে উধৃত কুরআনের আয়াত সমূহ—প্রতি-পাদ্য বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ বিনা হরকতে ফুটনোটে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সকল শ্রেণীর পাঠকবর্গের সুবিধা ও কল্যাণ কল্পে প্রত্যেকটি আয়াত হরকত সহ প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঠিক নিচেই প্রদান করা হইল।

অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে গিয়া মুদ্রণ

জনিত কিছু ভ্রম প্রমাদ ঘটা বিচিত্র নহে। কোন ভুল ভ্রান্তি কাহারও নজরে পড়িলে তাহা জানাইলে আমরা বাধিত হইব এবং যথাসময় উহা সংশোধিত হইবে—ইন্‌শা আল্লাহ।

ইতিপূর্বে 'কলেমা তৈয়েবা' এর উপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সব বহির সহিত ইহার পার্থক্য এবং অপরূপ বৈশিষ্ট্য এই বই খানা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে। এই বহি সঙ্কলনে মরহূম গ্রন্থকারকে যে কঠোর শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে—তাহার পশ্চাতে তাঁহার দুনিয়াবী কোন গরজ ছিল না। নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে—কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবেক মুসলমানদের আকীদা ও আচরণ দুরস্ত করায় মহৎ উদ্দেশ্যে এই শ্রম স্বীকার করা হইয়াছিল। আল্লাহ তাঁহাকে এজন্য জাযায়ে খায়র প্রদান করুন! আমীন!

মুহাম্মদ আবদুর রহমান,
জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ
জমঈয়তে আহলে-হাদীস

২৭-২-৮৫ ইং

—×—

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير اما يشركون - ٢٧ : ٥٩

'প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার মনোনীত বান্দাদিগের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ, না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে তাহারা? (সূরা আন্ নমল—২৭ : ৫৯)

যে পবিত্র মহা মন্ত্র উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আন্তরিকতার সহিত একবার পাঠ করিতে পারিলে সমস্ত জীবনের সঞ্চিত পাপ-কালিমা বিধৌত হইয়া যায়, যে মহামন্ত্র পাঠ করিলে সম্রাট ও ভিক্ষুক, ধনিক ও সর্ব্বহারা, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, আর্য্য ও অনার্য্য, কুলীন ও অচ্ছুত, কৃষ্ণকায় ও গৌরাঙ্গ, আরব ও আজম, ইউরোপীয় ও সাঁওতাল মানবত্বের সমানাধিকার ও একাসন লাভ করিতে সমর্থ হয়, যে মহামন্ত্র পাঠ করার ফলে পতিত, দুর্ব্বল, উপেক্ষিত ও সর্ব্বস্বান্ত মানবেরা জগদ্বাসীর নেতৃত্ব ও ইমামতের মহিমান্বিত আসন অধিকার করিতে সক্ষম হয়, যে মহা মন্ত্র পাঠ করিলে সমুদ্র বিশুষ্ক ও পর্ব্বত-শৃঙ্গ দ্রবীভূত হইয়া যায়, যে পবিত্র মন্ত্রের সাধনার ফলে প্রকৃতির সকল গোপনীয় রহস্যজাল ছিন্ন হইয়া পড়ে ও জড় জগতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় শক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষমতা অর্জ্জন

করা যায়, যে মহা মন্ত্র পাঠ করিলে মানুষ তাহার জ্যোতির্ম্ময় প্রভু ও স্রষ্টার সন্দর্শন লাভ করিবার অধিকারী হয় ;—সেই পবিত্র মহা মন্ত্র 'কলেমায়-তৈয়েবা' : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ—র শাব্দিক ও কুরআনী অর্থ ও তাৎপর্য্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে এক দল লোক আজও 'কলেমায়-তৈয়েবা'র পাঠক বলিয়া দাবী করিয়া থাকে, কিন্তু মহা মন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ—র পাঠক, ধারক ও বাহকদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি অতীত কালে সার্থক হইয়াছিল, ইতিহাসের সাক্ষ্য ছাড়া 'কলেমায়ে-তৈয়েবা'র তথাকথিত পাঠকবর্গের বর্তমান অবস্থা ও আচরণের সাহায্যে তাহার বাস্তবতা কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না, বরং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের অলীকতাই প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু ইতিহাস মিথ্যা নয়। 'কলেমায়-তৈয়েবা'র বর্তমান পাঠক দলের দাবীই প্রকৃত প্রস্তাবে অসত্য। কারণ উক্ত মহা মন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য্য আজ অধিকাংশের নিকট অবিদিত অথবা অস্পষ্ট। সুতরাং মনোভাবে ও কর্ম্মজীবনে 'কলেমায় তৈয়েবা' যে প্রেরণা দান করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার প্রভাব হইতে উক্ত কলেমার পাঠকগণ আজ বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

'কলেমায়-তৈয়েবা'র অর্থ, তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়-ঙ্গম করিয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিলে জগতে প্রকৃত কল্যাণ ও বাস্তব শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে, এই আশায় মহা মন্ত্র : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ—র বিশুদ্ধ কুরআনী ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم - ٢ : ١٢٧

আল্ আকীদাতুল মুহাম্মদীয়াহ

(العقيدة المحمدية)

(১)

মহা মন্ত্র কলেমায় তৈয়েবা : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"।

* فاعلم انه لا اله الا الله- انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون- محمد رسول الله

ছুরা মুহাম্মদ : ১৯ আয়ত, অস্‌সাফ্‌ফাৎ : ৩৫, আলফত্‌হ : ২৯ আয়ত

প্রথমার্ধের শাব্দিক অর্থ : 'কলেমায়-তৈয়েবা'র প্রথমার্ধ : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যে চারিটি পদ লইয়া গঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে, 'ইলাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে : উপাস্য, অর্চ্চনার যোগ্য (An object of worship or adoration), স্রষ্টা, অন্নদাতা, ব্যবস্থাপক (مدبر), ক্ষমতাশালী প্রভু, রক্ষাকারী, সুরক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা, মুক্তিদাতা, সাহায্যকারী, পাপমোচনকারী, উদ্ধার-কর্তা, ত্রাণ-কর্তা, নিরাপত্তা-দানকারী ও প্রিয়তম। যেরূপ শিশু জননীর জন্য সমুৎসুক ও ব্যাকুল হইয়া থাকে, সেরূপ মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে যাহার সাহায্যের নিমিত্ত আকুল এবং অনুগ্রহ ও আশ্রয়ের জন্য যাহার দিকে ধাবিত এবং বিপদাপদে যাহার দিকে অগ্রসর হয়, তাহাকে "ইলাহ" বলে। [লিসানুল আরব : (১৭) ৩৬০ পৃঃ; * Lane's Lexicon : ১, ৮৩ পৃঃ] †

---

* ان الخلق يولهون اليه فى حوائجهم و يضرعون اليه فيما يصيبهم و يفزعون اليه فى كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل الى امه -

† Meaning that mankind yearn towards Him, seeking protection or aid in their wants and

ক্রিয়া পদ 'আলেহা' 'আলা' অব্যয়ের সহিত যুক্ত হইলে তাহার তাৎপর্য্য হইবে : (الہ علی فلان) সে তাহার শোকে ও উত্তেজনায় মুহ্যমান হইয়াছে। 'আলেহা ইলায়হে'র অর্থ এই যে, ভীতি-বিহ্বল হইয়া সে তাহার কাছে আশ্রয়, সাহায্য ও সংরক্ষণ যাচ্ঞা করিয়াছে। 'আলাহাহু'র অর্থ : সে তাহাকে রক্ষা করিল, তাহাকে আশ্রয় দিল, মুক্তি দিল, উদ্ধার করিল, পাপের কবল হইতে ত্রাণ করিল, ছাড়াইল, তাহাকে সাহায্য করিল, তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া দিল।

(কামুছ : (৪) ২৮০ পৃ:, Lexicon : (১) ৮২ পৃ:) *

যাহার উপাসনা করা হয় না, সে "ইলাহ" হইতে পারে না। "ইলাহ" তাহার উপাসকের স্রষ্টা, অন্নদাতা ও নিয়ামক এবং তাহার উপর "ইলাহের" প্রভুত্ব সর্ব্বদা কার্য্যকরী। যাহার মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলী বিদ্যমান নাই, সে ইলাহ নয়। (লিছান : ১৭) ৩৬০ পৃ:) ‡

মানুষ তাহার প্রতিপালককে 'ইলাহ' রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহার হৃদয়ে সে আর কাহাকেও স্থান দেয় না, অর্থাৎ কাহারো দ্বারা সে আকর্ষিত হয় না এবং মহিমান্বিত আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো প্রেম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। (লিসান : (১৭) ৩৫৮ পৃ:)

---

humble themselves to Him in their afflictions. like as every infant yearns towards its mother.

* الہ علی فلان : He manifested vehement grief and agitation on account of such a one. الہ الیہ : He betook himself to him by reason of fear, seeking protection, preservation, aid or for refuge. الہہ : He protected him, granted him refuge, preserved, saved, rescued, liberated him, aided or delivered him from evil. he rendered him secure or safe.

‡ لا یکون الها حتی یکون معبودا و حتی یکون لعابده خالقا و رازقا ومدبرا و علیه مقتدرا فمن لم یکن کذالک فلیس باله -

লিখিত পত্র 'মক্‌তুব'কে যেরূপ 'কিতাব' বলা হয়, সেইরূপ 'মালুহ'কে 'ইলাহ' বলা হইয়া থাকে। (কামুছ : (৪) ২৮০ পৃঃ) 'মালুহ'র অর্থ হইতেছে অর্চ্চনার পাত্র ও অত্যন্ত প্রেমের পাত্র। Any thing that is taken as an object of worship or adoration (Lexicon. 1 : 82)

মোট কথা, কলেমায়-তৈয়েবার প্রথমার্দ্ধের আভিধানিক অর্থ এই দাঁড়াইল যে, "আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য, অর্চ্চনার যোগ্য, ক্ষমতাশালী প্রভু, রক্ষকর্তা, আশ্রয়দাতা, সুরক্ষণকারী, মুক্তিদাতা, সাহায্যকারী, পাপকালিমা বিধৌতকারী, উদ্ধার-কর্তা, ত্রাণ-কর্তা, নিরাপত্তা দানকারী, আশ্রিতবৎসল, প্রিয়তম প্রেমাস্পদ, স্রষ্টা, অন্নদাতা, প্রতিপালক, নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক কেহ নাই।"

আল্লাহ শব্দের তাৎপর্য্য : আল্লাহ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধাতুনির্ণয় সম্পর্কে আভিধানিকগণ মতভেদ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ শব্দ নয়। মহিমান্বিত বিশ্ব-স্রষ্টা মহাপ্রভুকে বহুনামে অভিহিত করা হয় কিন্তু সমস্তই তাঁহার গুণ-বাচক নাম, তাঁহার নিজস্ব প্রকৃত নাম হইতেছে—'আল্লাহ'! ইবনে আব্বাস (—৬৮ হিঃ) জাবের বিনে যয়েদ (—৯৬), শা'বী (—১০৩), লয়েছ বিনে সা'আদ (—১৭৫) ইবনো আবি শায়বা (—২৩৫,) বুখারী (—২৫৬), সাহিত্যিক খলিল বিনে আহ্‌মদ (—১৭০), আভিধানিক ফিরোযাবাদী (—৮১৬) প্রভৃতি এই কথা বলিয়াছেন।
(তুহ্‌ফায়ে মন্‌সূর : (১) ৯ পৃঃ ; লিসান : (১৭) ৩৫৯ পৃঃ ; কামুস : (৪) ২৮০ পৃঃ) *

---

* قال ابن عباس : اسم الله الاعظم هو الله - واخرج ابن ابى شيبة والبخارى و ابن ابى حاتم عن جابر بن زيد قال : اسم الله الاعظم هو الله - و عن الشعبى قال : اسم الله الاعظم يا الله - قال الليث : بلغنا ان اسم الله الا كبر هو الله لا اله الا هو وحده - و قال الخليل : لا تطرح

আরবের প্রতিমাপূজকগণ শত সহস্র ঠাকুরের পূজা করিতেন কিন্তু তাঁহাদের কোন দেবতাকেই তাঁহারা বিশ্বরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে 'আল্লাহ' নামেই অভিহিত করিতেন।

ولئن سالتهم من خلق السموت و الارض و سخر الشمس و القمر ليقولن الله فانى يؤ فكون ـ

"আর তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পয়দা করিয়াছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (নিয়মের) অনুগত করিয়াছেন? তাহারা অবশ্যই বলিবে, "আল্লাহ" তবে উহারা কোথায় ফিরিয়া চলিতেছে? (আন কাবুৎ : ৬১)

'আল্লাহ' শব্দের অপভ্রংশ হিব্রু ভাষায় এল, এলোয়া ও এলোহিম রূপে এবং সংস্কৃত ভাষায় অল্ল, অল্লা রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। (Standard Dictionary : (২) ৭৯৬ ও ৮০৬ পৃঃ; বাঙ্গালা ভাষার অভিধান : ১১৫ পৃঃ।) *

অর্থাৎ আল্লাহ নামবাচক বিশেষ্য পদ (Proper noun) মাত্র, ক্রিয়াপদে উহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে। এই মহিমান্বিত নাম শুধু বিশ্বপতি জগত-স্রষ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহার অর্থও সঠিক ভাবে বলার উপায় নাই, বাইবেল ও বেদগ্রন্থে এবং প্রাচীনতম ভাষা সমূহে এই শব্দ সৃষ্টিকর্ত্তা, আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ্রাহী,

---

الالف من الاسم انما هو الله عز ذكره على التمام و ليس هو من الا سماء التى يجوز منها اشتقاق فعل - و فى القاموس : الاصح ان الله علم غير مشتق

* El, Heb God as the all powerful Elohim. Heb, Plural of Eloah, God, the true God The

সর্ব্ব-ব্যাপক ও বিভূষণকারীর জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কুরআনে আল্লাহকে বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজের জন্য আল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ বলিতেছেন :—

انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري

"বস্তুত: আমি, হাঁ আমিই স্বয়ং আল্লাহ। আমি ব্যতীত উপাস্য, অর্চ্চনার যোগ্য কেহ নাই, অতএব আমার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হও এবং আমার স্মরণার্থে নামায সুদৃঢ় কর।" (তাহা : ৪ আয়াত)।

সমগ্র কুর্আনে এইরূপ ভাবে অন্য কোন নামে মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ নিজেকে বিঘোষিত করেন নাই, সুতরাং ইহাই তাঁহার আপন নাম,—ইস্‌মে আ'যম।

Creator and Moral Governor. The Hebrew title of most frequent occurrence in the Old Testament.

অল্ল [অল (পর্য্যাপ্ত) লা (গ্রহণ করা ইত্যাদি) + অ (ক) কর্ত্তৃ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বব্যাপক] বি, পুং, পরমেশ্বর। অল্ (বিভূষিত করা) + ক্বিপ (কর্ত্তৃ) লা (দান করা, গ্রহণ করা) অ (৬) কর্ত্তৃ + আ বি, স্ত্রী, মাতা, পরম দেবতা। অথর্ব্ব বেদোক্ত অথর্ব্বণ-সূক্তে অল্লার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—শব্দকল্পদ্রুম, ভারত কোষ।

(ক)

‘কলেমায় তৈয়েবার’ প্রথমার্ধের কুরআনী তাৎপর্য্য

(পরিচয় ভাগ)

আল্লাহ কে ?

الخالق (১) আল্লাহ নিখিল প্রাণী-জগৎ, জগৎ সংসার, মহাশূন্য, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতির সৃষ্টি-কর্ত্তা।

ذلكم الله ربكم لا اله الا هو‘ خالق كل شئ فاعبدوه‘

(আন্‌আম : ১০২)

البديع (২) তিনি সৃষ্টির উপাদান সমুহেরও স্রষ্টা।

بديع السموت و الارض- (বাকারাহ : ১১৭)

خالق الانس (৩) তিনি সমগ্র মানব জাতির স্রষ্টা।

خلق الانسان - (আর্ রহমান : ১)

خالق الانسان من نفس واحدة (৪) তিনি এক পিতার ঔরস হইতে সকল মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم

من نفس واحدة - (আন্‌নেছা : ১)

خالق السمع والبصر والفؤاد (৫) শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ন্যায় মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞানের সৃষ্টি-কর্তা আল্লাহ।

و جعل لكم السمع و الابصار و الا فئدة -

(আস্‌সাজদা : ৯)

خالق الالوان والالسنة (৬) আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় মানুষের বর্ণ ও ভাষা বৈচিত্রের স্রষ্টা আল্লাহ।

و من اياته خلق السموت و الأرض و اختلاف السنتكم و الوانكم - (রূম : ২২)

المصور (৭) মাতৃগর্ভে মানুষের অঙ্গ, অবয়ব ও রূপ আল্লাহ চিত্রিত করেন।

هو الذى يصور كم في الا رحام كيف يشاء -

(আলে ইম্‌রান : ৬)

خالق الموت والحياة (৮) আল্লাহ জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টিকর্তা।

الذى خلق الموت و الحيوة -

(মুল্‌ক : ২)

المريد (৯) সৃষ্টির সকল কার্য্য আল্লাহর ইচ্ছা দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে।

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون-

(ইয়াসীন : ৮২)

العليم (১০) আকাশ, পাতাল ও পৃথিবীর বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে ও কার্য্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞানসম্পন্ন।

و هو بكل خلق عليم - (ইয়াসীন : ৭৯)

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو - (আন্‌আম : ৫৯)

الامر (১১) আল্লাহ শুধু স্রষ্টাই নহেন, সৃষ্ট জীবন ও সমুদয়কার্য্য তাঁহারই আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ان ربكم الله الذى خلق السموت و الارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر والنجوم مسخرت بامره الا له الخلق و الامر ! (আল আ'রাফ : ৫৪)

قل الروح من امر ربى ! (আল ইছ্‌রা : ৮৫)

الفاطر المدبر (১২, ১৩) আকাশ ও পৃথিবীর এবং মানবের সকল কার্য্যের নিয়ামক ও পরিচালক আল্লাহ।

فاطر السموات و الارض (শূরা : ১১)

يدبر الامر من السماء الى الارض' (আস্সাজদা : ৫)

فطرت الله التى فطر الناس عليها - (রুম : ৩০)

الرب (১৪) সপ্ত-আকাশ, পৃথিবী, আর্শ, উদয়াচল, অস্তাচল, উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক serius, ঊষাকাল, মানবজাতি এবং সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ।

الحمد لله رب العالمين - (আলফাতেহা : ১)

رب السموت و الارض و ما بينهما' - (শোআরা : ২৪)

و هو رب العرش العظيم - (তওবা : ১২৯)

رب المشرقين و رب المغربين' - (আর্ রাহমান : ১৭)

رب الشعرى' - (আন্ নজম : ৪৯)

رب الفلق (আল্ ফলক : ১) رب الناس (আন্নাছ : ১)

الحافظ (১৫, আকাশ সমূহ, পৃথিবী এবং সকল
الحفيظ ১৬) বস্তুর রক্ষাকারী আল্লাহ।

و سع كرسيه السموات و الارض ولا يؤده

حفظهما، (বাকারাহ : ২৫৫)

ان ربى على كل شئ حفيظ، (হুদ : ৫৭)

المحى (১৭, জীব জগতের সঞ্জীবন ও সংহারক
المميت ১৮) আল্লাহ।

له ملك السموت و الارض يحى و يميت،

(আল-হাদীদ : ২)

الرزاق (১৯) আল্লাহ জীবজগতের অন্নদাতা।

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، (আয্‌যারিয়াত : ৫৮)

نحن نرزقكم، (আন্‌আম ঃ ১৫১)

المالك (২০, সৃষ্টি ও তাহার অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তু
الملك ২১, ও প্রাণী, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের সর্ব-
المليك ২২) ভৌম ও একচ্ছত্র প্রভু ও অধীশ্বর
আল্লাহ।

له مافى السموت و مافى الارض وما

بينهما وما تحت الثرى، (তাহা : ৬)

قل من بيده ملكوت كل شئ

و هو يجير ولا يجار عليه - (মুমিনুন : ৮৮)

قل اللهم مالك الملك (আল ইমরান : ২৬)

المعز (২৩, আল্লাহ যেরূপ অন্নদাতা, সেইরূপ
المذل ২৪) রাজত্ব, সম্মান ও গৌরব তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন ও যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কাড়িয়া লইতে পারেন।

تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك

ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء –

(আলে ইম্‌রান : ২৬)

الشارع (২৫) গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও তাম্মাদ্দুনিক জীবনের ব্যবস্থাপক আল্লাহ।

شرع لكم من الدين (আশ্‌শূরা : ১৩)

ثم جعلناك على شريعة

من الامر فاتبعها (জাসিয়াহ : ১৮)

المكور (২৬) নিশার আবরণ উম্মোচনকারী আল্লাহ।

يغشي الليل النهار (আ'রাফ : ৫৪)

يكور الليل على النهار و يكور

النهار على الليل (যুমর : ৫)

الفالق (২৭) প্রভাতের উন্মেষ ঘটন আল্লাহ।

فالق الاصباح - (আল আনআম : ৯৬)

فالق الحب والنوى (২৮) দানা ও আঁটিকে আল্লাহ অঙ্কুরিত করেন

فالق الحب و النوى - (আল আনআম : ৯৫)

الوارث (২৯) আল্লাহ পতিত জাতির উদ্ধার কর্ত্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃত্বের গৌরব দান-কারী।

و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين - (কাসাস : ৫)

البارى (৩০, তিনি যেরূপ স্রষ্টা, সেইরূপ উদ্ভাবক

المصور ৩১) ও শিল্পী।

هو الله الخالق البارئ المصور - (হশর: ২৪)

العادل (৩২ তিনি যেরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা সেইরূপ সুস-

المسوى ৩৩) জ্জাকারী ও সামঞ্জস্য বিধানকারী।

الذى خلقك فسواك فعدلك - (আল ইনফেতার : ৭)

الذى خلق فسوى - و الذى قدر فهدى - (আল আ'লা : ২,৩)

احسن الخالقين (৩৪) তাঁহার সৃষ্টি ও বিধানের সমস্তই সুন্দর।

فتبارك الله احسن الخالقين (আল মুমেনূন : ১৪)

الذى احسن كل شئ خلقه (আস্‌ সাজদা : ৭)

الحسيب (৩৫) মানুষের বিশ্বাস, মতবাদ, কৃতকর্ম্ম ও আচরণের চরম বিচারক আল্লাহ।

مالك يوم الدين (আল ফাতেহা : ৩)

ان علينا حسابهم (আল গাশিয়াহ : ২৬)

الهادى (৩৬) আল্লাহ যেরূপ চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেইরূপ শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং পাপ ও পুণ্যেরওতিনি সন্ধানদাতা

الم نجعل له عينين، و لسانا و شفتين،

و هدينه النجدين (আল্ বলদ : ৮—১০)

المبدى (৩৭ আল্লাহর নিকট হইতে যেরূপ সৃষ্টির
المعيد ৩৮) সূচনা হইয়াছে সেইরূপ চরম প্রত্যা-
বর্ত্তনও তাঁহার দিকে ঘটিবে।

انه هو يبدئ و يعيد (আল্ বুরুজ : ১৩)

انا لله و انا اليه رجعون (বাকারাহ : ১৫৬)

وسع كرسيه (৩৯) তাঁহার সিংহাসন আকাশ সমূহ ও السموات والارض পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে।

وسع كرسيه السموت والارض (বাকারাহ : ২৫৫)

আল্লাহ কিরূপ ?

(* তারকা চিহ্নিত নামগুলি মহিমময় আল্লাহর পবিত্র নাম : আল্ আসমাউল হুসনা।)

الاحد * (১) আল্লাহ এক ও একমাত্র।

قل هو الله احد - আল্ ইখলাস : ১

الواحد * (২) তিনি সম্পূর্ণ একক ও অদ্বিতীয়, সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক, আরশে বিরাজমান।

والهكم اله واحد - (আল্ বাকারাহ : ১৬৩)

ءارباب متفرقون خير ام الله

الواحد القهار - (ইউসুফ : ৩৯)

الرحمن على العرش استوى - (তাহা : ৫)

الصمد * (৩) তিনি পূর্ণ নিশ্চয় (Absolute), স্বতন্ত্র, অবিমিশ্র।

(আল্ ইখলাস : ২) - اللهُ الصَّمَدُ

لا كفو ولا مثيل له (৪) তিনি অনুপম, সমকক্ষ বিহীন।

(আল্ ইখলাস : ৪) - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(আশ্-শূরা : ১১) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

لم يلد ولم يولد (৫) তিনি জন্ম ও জননের অতীত।

(আল্ ইখলাস : ৩) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ - بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط (বাকারা : ১১৬)

الاول-الآخر * † (৬, ৭) তিনি আদি, তিনি অন্ত। [অর্থাৎ তাঁহার পূর্বেও কিছু নাই, পরেও কিছু নাই।]

(হাদীদ : ৩) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

الظاهر-الباطن * ‡ (৮, ৯) তিনি প্রকাশ্য ও প্রকাশক, তিনি গোপনীয় ও গোপনকারী।

[অর্থাৎ তাঁহার মহিমা দৃষ্টি ও

---

† انت الاول فليس قبلك شئى وانت الآخر فليس بعدك شئى

‡ انت الظاهر فليس فوقك شئى وانت الباطن فليس دونك شئى

২—

অনুভূতির মধ্যে বিরাজিত।]

والظاهر والباطن (হাদীদ : ৩)

لاتدركه الابصار (১০) তিনি জাগ্রত নয়নের অতীত।

لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار

(আল্ আনআম : ১০৩)

باسط اليدين (১১) তিনি প্রসারিত বাহু।

بل يداه مبسوطتان (আল্ মায়েদাহ : ৬৪)

السميع * (১২ আল্লাহ শ্রবণকারী ও

البصير * ১৩) সর্ব্বদ্রষ্টা।

وهو السميع البصير - (আশ্‌শুরা : ১১)

الحى * (১৪ তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অব্যয়,

القيوم * ১৫) সদা বিরাজিত, চির জাগ্রত।

وتوكل على الحى الذى لايموت (আলফুরকান : ৫৮)

الله لا اله الا هو الحى القيوم (বাকারাহ : ২৫৫)

(আলে ইমরান : ২)

لا تاخذه سنة ولا نوم (১৬) তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার অতীত।

لا تاخذه سنة و لا نوم (বাকারাহ : ২৫৫)

القدوس (১৭) তিনি অতি বিশুদ্ধ, মহা পবিত্র

يسبح لله ما في السموت و ما في الارض

الملك القدوس (আল্ জুমু'আ : ১)

الملك القدوس (আল্ হাশ্‌র : ২৩)

السلام (১৮) তিনি নিষ্কলঙ্ক, প্রশান্ত, শান্তির উৎস।

الملك القدوس السلام (আল্ হাশ্‌র : ২৩)

المجيد * (১৯ তিনি মহান মহীয়ান।

الماجد * ২০) (হূদ : ৭৩) - انه حميد مجيد

الحميد * (২১) তিনি প্রশংসিত।

(আল্ বুরুজ : ৮) - يؤمنوا بالله العزيز الحميد

الحق * (২২) তিনি সত্যম।

(আল্‌হজ্জ্ : ৬২) ذلك بان الله هو الحق

النور * (২৩) তিনি জ্যোতির্ময়।

(আন্ নূর : ৩৫) الله نور السموت و الارض

الباقى * (২৪) তিনি অবিনশ্বর।

كل من عليها فان - و يبقى و جه ربك

ذو الجلل و الاكرام - (আর্ রহমান : ২৬ ও ২৭)

القريب ● (২৫) তিনি সন্নিহিত। [অর্থাৎ শক্তি, মহিমা, করুণা ও গুণের দিক দিয়া জীব-জগতের নিকটতম।]

ان ربى قريب مجيب - (হূদ : ৬১)

و هو معكم اين ما كنتم - (আল্হাদীদ : ৪)

ونحن اقرب اليه من حبل الورید - (ক্বাফ : ১৬)

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب (বাক্বারাহ : ১৮৬)

سنريهم ايتنا فى الافاق وفى انفسهم (হা-মীম সাজদা : ৫৩)

العالم (২৬) তিনি চিন্ময়, সর্বজ্ঞ।

يعلم مابين ايديهم وما خلفهم - ولا يحيطون

بشىء من علمه - (বাক্বারাহ : ২৫৫)

ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة

الا يعلمها ولا حبة فى ظلمت الارض -

(আন্আম : ৫৯)

Contents

يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل

من السماء وما يعرج فيها - (হাদীদ : ৪)

العالم الغيب والشهادة (২৭) তিনি অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ।

علم الغيب و الشهادة - (হাশ্‌র : ২২

আল আন্‌আম : ৭৩)

العليم * (২৮) তিনি চিন্ময়, জ্ঞানময়।

و هو بكل شيء عليم - (আল্‌হাদীদ : ৩)

لا يخفى على الله منهم شيء (মু'মিন : ১৬)

ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن - وما

يخفى على الله من شيء في الارض ولا في

السماء - (ইব্‌রাহীম : ৩৮)

المعلم (২৯) তিনি গুরু।

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا -

(আল্ বাকারাহ : ৩২)

Contents

علـم الا نسان مالم يـعـلم - (আল্‌আলাক্ : ৫)

عليم بذ ات الصدور (৩০) তিনি অন্তর্যামী।

ان الله عليم بذات الصدور - (আলে ইম্‌রান : ১১৯)

و لقد خلقنا الانسا ن و نعلم ما توسوس

به نفسه - (কাফ : ১৬)

الرحمن ✻ (৩১) তিনি দয়াময় (স্বয়ং দয়ার আধার)।

الرحمن الرحيم - (আল্‌ফাতেহা : ২)

الرحمن - (আর্‌রহমান : ১)

كتب على نفسه الرحمة - (আল্ আন্‌আম : ১২)

'রহ্‌মান' গুণবাচক নাম হইলেও ইহা শুধু আল্লাহর জন্য নির্দ্দেশিত।

الرحيم ✻ (৩২) তিনি করুণানিধান (জীব-জগতের প্রতি)।

هو الرحمن الرحيم – (আল্‌হাশ্‌র : ২২)

ورحمتى وسعت كل شىء - (আল্ আ'রাফ : ১৫৬)

ارحم الراحمين (৩৩) তিনি দয়ালু শ্রেষ্ঠ।

وهو ارحم الرحمين - (ইউসূফ : ৬৪ ও ৯২)

المؤمن * (৩৪ তিনি আশ্রয়দাতা, বিশ্বস্ত।

المؤمن – (আল্‌হাশ্‌র : ২৩)

المهيمن * (৩৫) তিনি সুরক্ষণকারী।

المهيمن - (আল্‌হাশ্‌র : ২৩)

الغافر (৩৬) তিনি ক্ষমাকারী।

غافر الذنب (মু'মিন : ৩)

الغفار * (৩৭) তিনি অত্যন্ত ক্ষমাকারী।

رب السموت و الأرض وما بينهما العزيز

الغفار - (সাদ : ৬৬)

الغفور * (৩৮) তিনি ক্ষমাশীল।

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم

لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب

جميعا انه هو الغفور الرحيم - (যুমর : ৫৩)

ورب غفور - (সাবা : ১৫)

العفو * (৩৯) তিনি সাক্ষাৎ ক্ষমা।

ان الله لعفو غفور - (আল্‌হজ্ব : ৬০)

وان الله لعفو غفور - (মুজাদলা : ২)

السّتار * (৪০) তিনি অপরাধ গোপনকারী।

اللهم استر عوراتى و آمن روعاتى - (আল-হাদীস)

(কোরআনে এই নামের ধাতুরূপ নাই)

التواب * (৪১) তিনি অনুশোচনা গ্রহণকারী।

انه هو التواب الرحيم - (আল্‌বাকারাহ : ৩৭)

الوهاب * (৪২) তিনি দানশীল।

انك انت الوهاب - (আলে ইম্‌রান : ৮)

اللطيف * (৪৩) তিনি কৃপাপ্রবণ।

ان الله لطيف خبير - (লোক্‌মান : ১৬)

و هو اللطيف الخبير - (আল্‌আন্‌আম : ১০২)

الله لطيف بعباده - (আশ্‌শূরা : ১৯)

الحليم * ৪৪) তিনি ধৈর্যশীল।

انه كان حليما غفورا - (আল্‌ইস্‌রা : ৪৪)

الشكور (৪৫) তিনি কৃতজ্ঞ গুণগ্রাহী।

انه غفور شكور - ان ربنا لغفور

شكور - (ফাতির : ৩০, ৩৪)

ان الله غفور شكور - (আশ্‌শূরা : ২৩)

الودود * (৪৬) তিনি প্রেমময়।

ان ربى رحيم ودود - (হূদ : ৯০)

و هو الغفور الودود - (আল্‌বুরূজ : ১৪)

الكريم * (৪৭) তিনি বদান্য।

يا ايها الانسان ما غرك بربك

الكريم - (আল্‌ইন্‌ফিতার : ৬)

المجيب * (৪৮) তিনি আহ্বানের উত্তর দাতা।

اجيب دعوة الداع اذا دعان - (আল্‌বাকারাহ : ১৮৬)

ان ربى قريب مجيب - (হূদ : ৬১)

الواسع * (৪৯) তিনি বিস্তৃতকারী।

ان الله واسع عليم -

(আল্‌বাকারাহ : ১১৫, ২৪৭, ২৬১, ২৬৮)

وسع كرسيه السموت والارض - (বাকারাহ : ২৫৫)

واسع المغفرة (৫০) তিনি ক্ষমা বিস্তারকারী।

ان ربك واسع المغفرة (আন্নজম : ৩২)

الولی * (৫১) তিনি অভিভাবক, সহায়, বন্ধু।

الله ولی الذین آمنوا (বাকারাহ : ২৫৭)

مالكم من دونه من ولي ولا شفيع - (আস্সাজ্দা : ৪)

فالله هو الولی (আশ্শূরা : ৯)

البر * (৫২) তিনি অনুগ্রহপরায়ণ, ন্যায়বান।

انه هو البر الرحيم - (আত্তুর : ২৮)

الرؤف * (৫৩) তিনি সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র, কোমলতা-পরায়ণ।

و الله رءوف بالعباد (আল্বাকারাহ : ২০৭)

المنعم * (৫৪) তিনি অবদানপ্রদানকারী, সৌভাগ্যদাতা, ধন্যকারী, দাতা।

صراط الذين انعمت عليهم (আল্ ফাতেহা : ৭)

و اذا انعمنا على الانسان اعرض (আল্ ইস্রা : ৮৩)

افبنعمة الله يجحدون - আন্ নহল : ৭১)

كاشفِ الضر (৫৫) তিনি বিপত্তারণ।

وَ اِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ ـ (আল্‌আন্‌আম : ১৭)

جار المستجيرين (৫৬) তিনি আশ্রিত বৎসল।

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ (আল্‌ মু'মিনুন : ৮৮)

مجير (৫৭) তিনি আশ্রয়দাতা।

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ (আল্‌ মু'মিনুন : ৮৮)

امان الخائفين (৫৮) তিনি অভয়দাতা।

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا (আন্‌নুর : ৫৫)

الشافي (৫৯) তিনি সর্ব্বরোগহারী।

وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (আশ্‌শু'আরা : ৮০)

الوكيل * (৬০) তিনি অবলম্বন।

حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ (আলে ইম্‌রান : ১৭৩)

† الصبور * (৬১) তিনি পরম সহিষ্ণু। (আল্লাহর্‌ই নামের জন্য কোর্‌আনে ইহার ধাতুরূপ নাই)

ইহা আল্লাহর পবিত্র নামাবলীর (আল আস্‌মা উল হুস্‌নার) অন্তর্গত।

المنجى (৬২) তিনি উদ্ধার-কর্তা।

قل الله ينجيكم منها و من كل كرب -

(আল্ আন্আম ঃ ৬৪)

الواقى (৬৩) তিনি ত্রাণ-কর্তা।

ربنا أتنا فى الدنيا حسنة وفى الا خرة حسنة

وقنا عذاب النار - (আল্ বাকারাহ ঃ ২০১)

فوقهم الله شر ذلك اليوم (আদ্দহর ঃ ১১)

الدافع (৬৪) তিনি বিদূরণকারী, নিবারণকারী।

لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض

(আল্ বাকারাহ ঃ ২৫১)

ان الله يدفع عن الذين امنوا (আল্ হজ্ব ঃ ৩৮)

المنقذ (৬৫) তিনি মুক্তিদানকারী।

وكنتم على شفا حفرة من النار فا نقذكم

منها - (আলে ইম্‌রান ঃ ১০৩)

المخرج من الظلمات الى النور (৬৬) তিনি অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন-কারী।

يخرجوهم من الظلمت الى النور - (বাকারাহ : ২৫৭)

اله (৬৭) তিনি অর্চনার যোগ্য, উপাস্য।

والهكم اله واحد - (আল্‌বাকারাহ : ১৬৩)

ءاله مع الله ? (আন্‌নামল : ৬০ এবং ৬৩)

اله الناس (আন্‌নাস : ৩)

الوده (৬৮) তিনি প্রিয়তম প্রেমাস্পদ।

والذين امنوا اشد حبا لله ! (আল্‌বাকারাহ : ১৬৫)

المعبود (৬৯) তিনি উপাস্য, আরাধ্য।

اياك نعبد (আল ফাতেহা : ৫)

يعبدونني لايشركون بي شيئا (আন্‌নুর : ৫৫)

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

(আযযারিয়াৎ : ৫৬)

الخالق * (৭০) তিনি স্রষ্টা।

هو الله الخالق (আল্‌হাশ্‌র : ২৪)

البارى * (৭১) তিনি উদ্ভাবক।

هو الله الخالق البارى (আল্‌হাশ্‌র : ২৪)

المصور * (৭২) তিনি রূপদাতা, শিল্পী।

هو الله الخالق البارئ المصور

(আল্‌-হাশ্‌র : ২৪)

البديع * (৭৩) তিনি আবিষ্কারক উদ্ভাবক।

بديع السموت و الارض (আল্‌বাকারাহ : ১১৫)

الواجد * (৭৪) তিনি অস্তিত্ব প্রদানকারী, সন্ধানী।

انا وجدنه صابرا (সাদ : ৪৪)

و وجدك ضالا فهدى و وجدك عائلا فاغنى -

(আয্‌যুহা : ৭ ও ৮)

الجامع * (৭৫) তিনি সমাবেশকারী।

ربنا انك جامع الناس (আলে ইম্‌রান : ৯)

ان الله جامع المنفقين والكفرين

(আন্‌নিসা : ১৪০)

انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن

في صخرة او في السموت ا و في الارض يات

بها الله - (লুকমান : ১৬)

المقدم ❋ (৭৬) তিনি অগ্রবর্ত্তীকারী।

وقد قدمت اليكم بالوعيد - (ক্বাফ : ২৮)

المؤخر ❋ (৭৭) তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তীকারী।

وما نؤخره الا لاجل معدود - (হুদ : ১০৪)

الرب (৭৮) তিনি প্রতিপালক, লালনকারী।

الحمد لله رب العلمين - (আল্ ফাতেহা : ১

এবং ২ : ১৩১ ; ৫ : ২৮ প্রভৃতি)

رب السموت السبع و رب العرش العظيم -

(মু'মিনূন : ৮৬)

رب السموت و الارض وما بينهما

(মরইয়ম : ৬৫ ; শু'আরা : ২৪ ; সাফ্ফাত : ৫ ; প্রভৃতি)

رب المشرقين و رب المغربين - (আর্ রহমান : ১৭)

رب الناس - (আন্নাস : ১)

انه هو رب الشعرى - (আন্নাজম : ৪৯)

رب الفلق - (ফলক : ১)

الرزاق * (৭৯) তিনি আহার্য্যদাতা, অন্নদাতা।

و ما من دابة في الارض الا على الله رزقها (হুদ : ৬)

و الذى هو يطعمنى و يسقين - (আশ্‌শু'আরা : ৭৯)

الفاتح * (৮০) তিনি জয়দাতা, সিদ্ধিদাতা, উদ্বোধক।

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير

الفاتحين - (আল্ আ'রাফ : ৮৯)

الفتاح * (৮১) তিনি বিজেতা।

و هو الفتاح العليم - (সাবা : ২৬)

الكافى (৮২) তিনি যথেষ্ট।

اليس الله بكاف عبده - (যুমর : ৩৬)

القابض * ৮৩) তিনি সঙ্কোচক।

ثم قبضنه الينا قبضا يسيرا - (আল্‌ফুরকান : ৪৬)

والله يقبض । (আল্‌বাকারাহ : ২৪৫)

الباسط * (৮৪) তিনি সম্প্রসারক।

و يبسط - (আল্‌বাকারাহ : ২৪৫)

الله يبسط الرزق لمن يشاء - (আর্ রাআদ : ২৬)

الخافض • (৮৫) তিনি প্রণতক। (কোর্আনে আল্লাহর জন্য এই নামের ধাতুরূপ নাই)

ইহা পবিত্র নাম (আল্‌আস্‌মা উলহুস্‌না) সমূহের অন্তর্গত।

الرافع • (৮৬) তিনি উত্তোলনকারী, উন্নয়নকারী, প্রশস্তকারী।

بل رفعه الله اليه (আন্ নেসা : ১৫৮)

و رفعنه مكانا عليا (মর্‌ঈয়ম : ৫৭)

و السماء رفعها - (আর্ রহমান : ৭)

و رفعنا لك ذكرك - (আল্ ইন্‌শিরাহ : ৪)

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجت - (আল্‌মুজাদলাহ : ১১)

رفيع الدرجات (৮৭) তিনি সর্ব্বোন্নত-আসন।

رفيع الدرجت ذو العرش - (মু'মিন : ১৫)

المعز • (৮৮) তিনি সম্ভ্রমদাতা।

و تعز من تشاء (আলে ইম্‌রান : ২৬)

فعزّزنا بثالث (ইয়াসীন : ১৪)

المذل * (৮৯) তিনি লাঞ্ছনাকারী।

وتذل من تشاء (আলে ইমরান : ২৬)

ولم يكن له ولي من الذل (আল্ ইস্রা : ১১১)

الخبير * (৯০) তিনি সর্ববিদিত, সবিশেষ অবহিত।

و هو العليم الخبير - (আল আন্‌আম : ৭৩)

الحمد لله الذى له ما فى السموت و ما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة و هو الحكيم الخبير - (সাবা : ১)

و هو اللطيف الخبير - (মুল্‌ক : ১৪)

الرقيب * (৯১) তিনি প্রহরী, পর্যবেক্ষক তত্ত্বাবধায়ক।

انى معكم رقيب - (হূদ : ৯৩)

فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم (আল্ মায়েদা : ১১৭)

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - (আন্‌নিসা : ১)

الحاسب (৯২) তিনি হিসাবকারী, হিসাব-অধ্যক্ষ,

الحسيب ● মহানুভব।

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ - (আল্‌আন্‌আম : ৬২)

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا - (আন্‌নিসা : ৮৬)

وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا - (আল্‌আহ্‌যাব : ৩৯)

المحصى ● (৯৩) তিনি গণনাকারী।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (ইয়াসীন : ১২)

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا - (আন্‌ নাবা : ২৯)

المقيت * (৯৪) তিনি নিয়ন্ত্রক ও সংরোধক প্রভু [Controller]

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا - (আন্‌নিসা : ৮৫)

الماقت (৯৫) তিনি ক্রোধকারী।

لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ - (আল্‌মু'মিন : ১০)

المحيط (৯৬) তিনি ব্যাপ্ত ও পরিবেষ্টক।

وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (আন্‌নিসা : ১২৬)

ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء -

(বাকারাহ : ২৫৫)

ان الله بما يعملون محيط - (আলে ইমরান : ১২০)

المبدى * (৯৭) তিনি সূচনাকারী।

او لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم

يعيده - (আল্ আন্‌কাবুৎ : ১৯)

يوم نطوى السماء كطى السجل

للكتب كما بدانا اول خلق نعيده ه

(আল্ আম্বিয়া : ১০৪)

هو يبدئ و يعيد - (আল্ বুরুজ : ১৩)

المعيد * (৯৮) তিনি প্রত্যাবর্তনকারী।

اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق

ثم يعيده - (আল্ আন্‌কাবুৎ : ১৯)

يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب

كما بدانا اول خلق نعيده ٥ -

(আল-আম্বিয়া : ১০৪)

هو يبدئى و يعيد - (আল্ বুরুজ : ১৩)

الحافظ (৯৯) তিনি রক্ষাকারী।

ولا يؤده ٥ حفظهما - (বাকারাহ : ২৫৫)

فا لله خير حفظا (ইউসুফ : ৬৪)

انا نحن نزلنا الذكر و انا له
لحفظون - (আল্ হিজ্‌র : ৯)

حفيظ। ● (১০০) তিনি রক্ষী, সুরক্ষণকারী।

ان ربى على كل شىء حفيظ - (হূদ : ৫৭)

الحكيم ● (১০১) তিনি সুদক্ষ, মহাপ্রাজ্ঞ, কৌশলী।

انك انت العليم الحكيم -

انك انت العزيز الحكيم -

(আল্ বাকারাহ্ : ৩২ ; ১২৯)

وهو الحكيم الخبير - (আল্ আন্‌আম : ১৮)

‡ المانع ● (১০২) তিনি নিষেধকারী, বাধা প্রদানকারী।
(কোর্‌আনে আল্লাহর জন্য এই নামের ধাতু-রূপ নাই)
§ ইহা 'পবিত্র নাম সমূহের' অন্তর্গত।

الضار ✳ (০৩ তিনি অনিষ্ট সাধনের অধিকারী।

فمن يملك لكم من الله شيئا ان
اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا -

(আল্ ফাত্‌হ : ১১)

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا
ما شاء الله - (আল্ আ'রাফ : ১৮৮)

النافع ✳ (১০৪) তিনি উপকারী, ইষ্ট-সাধক।

فمن يملك لكم من الله شيئا ان
اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا -

(আল্ ফাত্‌হ : ১১)

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا

ما شاء الله - (আল্‌আ'রাফ : ১৮৮)

الهادى * (১০৫) তিনি পরিচালক, পথ প্রদর্শক।

اهدنا الصراط المستقيم - (আল্‌ফাতেহা : ৬)

الذى خلقنى فهو يهدين - (আশ্‌শুআরা : ৭৮)

انا هدينه السبيل اما شاكرا و اما

كفورا - (আদ্‌ দহ্‌র : ৩)

امن يهديكم فى ظلمت البر والبحر ؟

(আন্‌ নমল : ৬৩)

الباعث * (১০৬) তিনি প্রেরণকারী, উত্থাপক।

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت - (আন্‌ নহল : ৩৬)

وما كنا معذبين حتى نبعث

رسولا - (আল্‌ইস্‌রা : ১৫)

ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم

تشكرون - (আল্‌বাকারাহ : ৫৬)

وهو الذى يتوفكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى - (আন্‌আম : ৬০)

و يوم نبعث من كل امة شهيدا -

(নাহল : ৮৪ ও ৮৯)

الديان * (১০৭) তিনি ব্যবস্থাপক (Legislator)।

اليوم اكملت لكم دينكم - (আল্‌মায়েদাহ : ৩)

ام لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله - (আশ্‌শূরা : ২১)

المدبر (১০৮) তিনি শৃঙ্খলাকারী।

يدبر الامر من السماء الى الارض -

(আস সেজ্‌দাহ : ৫)

الوارث * (১০৯) তিনি উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষেক্তা।

و انت خير الورثين - (আল্‌ আম্বিয়া : ৮৯)

وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ - (আল্‌কাসাস : ৫)

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا - (আল্‌আহ্‌যাব : ২৭)

المستعان (১.০) তিনি সাহায্য-কেন্দ্র।

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - (আল্‌ ফাতেহা : ৫)

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ - (ইউসুফ : ১৮)

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ - (আল্‌আম্বিয়া : ১১২)

المنان (১১১) তিনি বাধিতকারী।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ

عِبَادِهٖ - (ইব্‌রাহীম : ১১)

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ

لِلْاِيْمَانِ - (আল্‌হুজুরাৎ : ১৭)

الحنان * (১১২) তিনি অনুকম্পাশীল।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِىْ

بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْخَيْرِ -

(কোর্‌আনে এই নামের ধাতুরূপ নাই)

المحيي ● (১১৩) তিনি সঞ্জীবন।

فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى - (আর্‌রূম : ৫০)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ - আল্‌বাকারাহ : ২৮)

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ (বাকারাহ : ২৫৯)

المميت * (১১৪) তিনি সংহারক।

ثم اماته فاقبره - (আবাসা : ২১)

لا اله الا هو يحيي و يميت - (আল্ আ'রাফ : ১৫৮)

الناصر (১১৫) তিনি সাহায্যকারী।

بل الله مولىكم و هو خير النصرين -

(আলে ইম্রান : ১৫০)

النصير (১১৬) তিনি সাহায্য দাতা।

فاعلموا ان الله مولىكم نعم المولى

و نعم النصير - (আল্ আন্ফাল : ৪০)

الرشيد * (১১৭) তিনি শিক্ষক, জ্ঞানদাতা।

لعلهم يرشدون - قد تبين الرشد -

(আল্ বাকারাহ : ১৮৬ ; ২৫৬)

الشا هد (১১৮) তিনি সাক্ষী।

و انا معكم من الشهدين -

(আলে ইম্রান : ৮১)

الشهيد (১১৯) তিনি প্রত্যক্ষকারী।

و الله شهيد على ما تعملون -

(আলে ইম্রান : ৯৮)

وانت على كل شيء شهيد -

(আল্‌মায়েদাহ : ১১৭)

المالك (১২০) তিনি অধিরাজ, অধিস্বামী। (Supreme Authority)

مالك يوم الدين - (আল্‌ফাতেহা : ৪)

له ما في السموت وما في الارض -

(আল্‌ বাকারাহ : ২৫৫)

قل من بيده ملكوت كل شيء ؟

(আল্‌মুমিনুন : ৮৮)

مالك الملك (১২১) তিনি রাজরাজ্যেশ্বর। (Sovereign power)

قل اللهم ملك الملك (আলে্‌ইম্‌রান : ২৬)

تبرك الذي بيده الملك -

(আল্‌ মুল্‌ক : ১)

فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء -

(ইয়াসীন : ৮৩)

الملک (১২১) তিনি অধিপতি।

اَلْمَلِكُ - (আল্‌হাশ্‌র : ২৩)

مَلِكِ النَّاسِ - (আন্‌নাস : ২)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - (তাহা : ১১৪)

المليک (১২৩) তিনি সম্রাট্‌।

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ - (আল্‌কমর : ৫৫)

المولی (১২৪) তিনি প্রভু।

اَنْتَ مَوْلٰنَا - (আল্‌বাকারাহ : ২৮৬)

هُوَ مَوْلٰنَا - (আত্‌তওবা : ৫১)

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ - (আলে ইম্‌রান : ১৫০)

الوال (১২৫) তিনি পৃষ্ঠপোষক।

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ - (আর্‌রা'আদ : ১১)

العلی * (১২৬) তিনি মহীয়ান।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ -(আল্‌ বাকারাহ : ২৫৫)

الاعلى (১২৭) তিনি সর্বোচ্চ।

(আল্‌আ'লা : ১) - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

المتعالى * (১২৮) তিনি উন্নত।

(আর্‌রা'আদ : ৯) - الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

العظيم * (১২৯) তিনি মহিমান্বিত।

(আল্‌বাকারাহ্ : ২৫৫) - وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ -

(আল্ ওয়াকে'আ : ৭৪, ৯৬)

الكبير * (১৩০) তিনি মহৎ।

(লোক্‌মান : ৩০) - وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

الاكبر (১৩১) তিনি বিরাটতম।

(আল্‌মুদ্দাস্‌সির : ৩) - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

(আল্ ইস্‌রা : ১১১) - وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

† الجليل (১৩২) তিনি মহা সম্ভ্রান্ত।

(আল্লাহ্‌র এই মহিমান্বিত নামের ধাতুরূপ কোর্-

আনে নাই)

ইহা 'আলআসমা উলহুসনা'র অন্তর্গত।

ذوالجلال والاكرام ● ১৩৩) তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত, গরীয়ান।

و يبقى وجه ربك ذو الجلل و الاكرام -

تبرك اسم ربك ذي الجلل و الاكرام -

(আর্ রাহমান : ২৭, ৭৮)

الحكم ● (১৩৪) তিনি বিচারক।

و من لم يحكم بما انزل الله فا ولئك

هم الكفرون - (আল্ মায়দাহ : ৪৪)

و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه

الى الله - (আশ্শূরা : ১০)

الحاكم (১৩৫ তিনি শাসনকর্তা।

و هو خير الحكمين - (আল্আ'রাফ : ৮৭)

احكم الحاكمين (১৩৬) তিনি প্রধানতম শাসনকর্তা।

اليس الله باحكم الحكمين -

(আত্তীন : ৮)

القادر * (১৩৭) তিনি সর্বশক্তিমান।

قل هو القادر على ان يبعث عليكم

عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم

او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم باس

بعض - (আল্ আন্আম : ৬৫)

القدير (১৩৮) তিনি ক্ষমতাশালী।

و هو العليم القدير - (রূম : ৫৪)

و الله على كل شئ قدير - (আল্ মায়েদাহ : ৪০)

المقتدر • (১৩৯) তিনি সামর্থবান।

عزيز مقتدر - (আলকমর : ৪২)

الغنى ০ (১৪০) তিনি ধনিক, সাহায্য-নিরপেক্ষ।

سبحنه هو الغنى - (ইউনুস : ৬৮)

انتم الفقراء الى الله و الله

هو الغنى الحميد - (আল্ফাতের : ১৫)

المغنى ০ (১৪১) তিনি ধনাঢ্যকারী, সাহায্য-নিরপেক্ষকারী।

ووجدك عائلا فاغنى - (আয্‌যোহা : ৮)

القوى ০ (১৪২) তিনি বলিষ্ঠ।

ان ربك هو القوى العزيز - (হূদ : ৬৬)

السبحان ০ (১৪৩) তিনি বন্দিত।

فسبحن الذى بيده ملكوت كل شىء - (ইয়াসীন : ৮৩)

العزيز • (১৪৪) তিনি গৌরবান্বিত।

العزيز - (আল্‌ হাশ্‌র : ২৩)

رب العزة (১৪৫) তিনি গৌরব প্রতিপালক।

سبحن ربك رب العزة - (আস্‌সাফ্‌ফাৎ : ১৮০)

الجبار • (১৪৬) তিনি মহা বিক্রমী।

الجبار - (আল্‌হাশ্‌র : ২৩)

القهار • (১৪৭) তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।

وهو القاهر فوق عباده - (আল্‌ আন্‌আম : ১৮)

ءأرباب متفرقون خير أم الله

الواحد القهار - (ইউসূফ : ৩৯)

قل الله خالق كل شيء وهو

الواحد القهار - (আর্‌রাআদ : ১৬)

المتكبر * (১৪৮) তিনি গর্ব্বিত।

وله الكبرياء في السموت

والأرض - (আল জাসিয়াহ : ৩৭)

المتكبر - (আল্‌হাশর : ২৩)

المقسط * (১৪৯) তিনি ন্যায়পরায়ণ।

هو أقسط عند الله - (আহ্‌যাব : ৫)

إن الله يحب المقسطين - (আল্‌ মায়েদাহ : ৪২)

العدل * (১৫০) তিনি সুসামঞ্জস্যকারী।

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ -

(আল্ ইন্ফিতার : ৭)

المتين * (১৫১) তিনি অবিচলিত।

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

الْمَتِينُ - (আয্ যারেয়াৎ : ৫৮)

الجواد (১৫২) তিনি উদার।

المنتقم * (১৫৩) তিনি প্রতিশোধগ্রহণকারী।

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ - (আলে ইম্রান : ৪)

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ - (আল্ আ'রাফ : ১৩৬)

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ -

(আস্ সাজ্দা : ২২)

شديد المحال (১৫৪) তিনি কঠোর দণ্ডকর্তা।

وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ - (আর্‌রাআদ : ১৩)

سريع الحساب (১৫৫) তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

والله سريع الحساب - (আল্‌বাকারাহ : ২০২)

المبتلى (১৫৬) তিনি পরীক্ষাকারী।

ولنبلونكم بشيء من الخوف

والجوع ونقص من الاموال

والانفس والثمرت - ان الله مبتليكم

بنهر - (আল্‌বাকারাহ : ১৫৫-২৪৯)

ذوفضل (১৫৭) তিনি কারুণিক।

ان الله لذو فضل على الناس -

ذو فضل على العلمين -

(আল্‌বাকারাহ : ২৪৩, ২৫১,)

الفعال (১৫৮) তিনি কৃতকর্ম্মা।

فعال لما يريد - (আল্‌ বুরুজ : ১৬)

المرجع (১৫৯) তিনি প্রত্যাবর্তন-কেন্দ্র।

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ - (হূদ : ১২৩)

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةً - (আল্‌ফজ্‌র : ২৮)

المسوى (১৬০) তিনি সুসজ্জাকারী।

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ - (আল্ আ'লা : ২)

الفاطر (১৬১) তিনি নিয়ামক।

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ - (ইব্‌রাহীম : ১০)

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي -

(ইয়াসীন : ২২)

القاضى (১৬২) তিনি বিধিবদ্ধকারী, বিচারক।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

إِيَّاهُ - (আল্ ইস্রা : ২৩)

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم - (ইউনুছ : ৯৩)

الفاصل (১৬৩) তিনি মীমাংসাকারী।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ -

(আস্সাজ্দাহ : ২৫)

المعذب (১৬৪) তিনি শাস্তিদাতা।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ

رَسُولًا - (আল্ইস্রা : ১৫)

أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ

يَشَاءُ - (আল্মায়েদাহ : ৪০)

المقدر (১৬৫) তিনি নিয়ন্ত্রণকারী, পরিমাপ, মুল্য, গতি ও ভবিষ্যৎ নিরূপণকারী।

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (আর্রাআদ : ৮)

والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم -
والقمر قدرنه منازل حتى
عاد كالعرجون القديم -

(ইয়াসীন : ৩৮-৩৯)

والله يقدر الليل والنهار -

(আল্ মুয্‌যাম্‌মিল : ২০)

وقدره منازل لتعلموا عدد
السنين والحساب (ইউনুস : ৫)

وخلق كل شيء فقدره
تقديرا - (আল্ ফুরকান : ২)

وكان امر الله قدرا مقدورا -

(আল্ আহ্‌যাব : ৩৮)

ذوالطول (১৬৬) তিনি মুক্তহস্ত, দাতা।

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو - (গাফের : ২)

ذوالمعارج (১৬৭) তিনি উচ্চে অবস্থানকারী।

من الله ذي المعارج تعرج الملئكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - (আল্‌ মাআরিজ : ৩ ও ৪)

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - (ফাতের : ১০)

(১৬৮) আল্লাহ আহ্বান করেন।

وناديناه من جانب الطور

اَلَا يُمَنْ - (মর্‌ইয়ম : ৫২)

(১৬৯) আল্লাহ্ কথা বলেন।

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا - (আন্‌নেসা : ১৬৪)

(ক) প্রত্যাদেশ অথবা কোন আবরণের অন্ত-রাল ছাড়া কিম্বা সংবাদ বাহকের মধ্যস্থতা ব্যতীত আল্লাহ্ কাহারও সহিত আলাপ করেন না।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ

اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَائِ حِجَابٍ

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ

مَا يَشَاءُ - (আশ্‌শূরা : ৫১)

(১৭০) আল্লাহ্ (বায়ু এবং রসূলদিগকে) প্রেরণ করেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ -

(আল্ আ'রাফ : ৫৭)

ثم ارسلنا رسلنا تترا -

(আল্ মুমিনুন : ৪৪)

انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا

عليكم كما ارسلنا الى فرعون

رسولا - (আল্মুয্যাম্ মিল : ১৫)

(১৭১) আল্লাহ অবতীর্ণ করেন (বৃষ্টি-ধারা কোরআন এবং ঐশী সৈন্য-দল)।

وهو الذى ينزل الغيث -

(আশ্ শূরা : ২৮)

انا نحن نزلنا عليك القران

تنزيلا - (আদ্ দহ্র : ২৩)

ثم انزل الله سكينته على

رسوله وعلى المؤمنين

وانزل جنودا لم تروها -

(আত্ তওবা : ২৬)

(১৭২) আল্লাহ (অদৃশ্য সেনাবাহিনীর দ্বারা) সাহায্য করেন।

يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين -

(আলে ইম্রান : ১২৫)

(১৭৩) তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت - (ইবরাহীম : ২৭)

(১৭৪) তিনি পরিতুষ্ট হন।

لقد رضي الله عن المؤمنين -

(আল্ ফাত্হ : ১৮)

رضي الله عنهم ورضوا عنه -

(আল্ বাইয়েনাহ : ৮)

(১৭৫) তিনি ভালবাসেন।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِيْنَ - (আল্ বাকারাহ : ২২২)

(১৭৬) তিনি শত্রুতা করেন।

فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ -

(ঐ : ৯৮)

(১৭৭) তিনি অসন্তুষ্ট হন।

أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي

الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ -

(আল্ মায়েদাহ : ৮০)

(১৭৮) তিনি ক্রুদ্ধ হন।

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ -

(আল্ ফাত্হ : ৬)

(৭৯) তিনি অভিসম্পাৎ করেন।

أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

(আল্ ইম্‌রান : ৮৭)

১৮০) তিনি ধৃত করেন।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ -

(আল্‌বুরূজ : ১২)

।১৮১ তিনি ধারণ করেন, গ্রহণ করেন, ধৃত করেন।

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا -

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ

الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ

أَلِيمٌ شَدِيدٌ - (হূদ : ৫৬, ১০২)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -

(আ'রাফ : ১৭২)

(১৮২) তিনি দিশাহারা করেন।

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ

سَبِيلًا - (আন্ নেসা : ৮৮)

(১৮৩) তিনি বিদ্রূপ করেন।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ -

(আল্ বাকারাহ : ১৫)

(১৮৪) তিনি অপেক্ষা করেন।

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ - (হূদ : ১২২)

(১৮৫) তিনি অবসর দান করেন।

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ - (আল্ ইম্‌রান : ১৭৮)

وَأُمْلِي لَهُمْ - (আল্ আ'রাফ : ১৮৩)

(১৮৬) তিনি ক্রমশঃ ধ্বংসপথে আকর্ষণ করেন।

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ

لَا يَعْلَمُونَ - (আল্ আ'রাফ : ১৮২)

(১৮৭) তিনি অভিসন্ধি করেন।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ

خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

(আলে ইম্‌রান : ৫৪)

(১৮৮) তিনি কৌশল অবলম্বন করেন।

وَاَكِيْدُ كَيْدًا - (আত্‌তারেক : ১৬)

(১৮৯) তিনি মানবজাতিকে ভূপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত করেন।

وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ -

(আল্‌মুমেনূন্ : ৭৯)

(১৯০) তিনি দান করেন।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ

فتـرضى - (আয্‌যোহা : ৫)

(১৯১) তিনি মানুষের মধ্যে ধন বন্টন করেন এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদা দিয়া থাকেন।

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت -

(আয্‌যুখ্‌রুফ : ৩২)

(১৯২) আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নহেন।

ان الله لا يخلف الميعاد -

(আলে ইম্‌রান : ৯, আর্‌রা'আদ : ৩১)

(১৯৩) আল্লাহর সতর্কদৃষ্টি সর্বক্ষণ মানুষের উপর নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

ان ربك لبالمرصاد -

(আল্‌ফজ্‌র : ১৪)

(১৯৪) তিনি হাসান ও

(১৯৫) কাঁদান।

وانه هو اضحك وابكى -

(আন্‌নজ্‌ম : ৪৩)

(১৯৬) তিনিই মারেন এবং

(১৯৭) তিনিই বাঁচান।

وانه هو امات واحيا -

(আন্‌নজ্‌ম : ৪৪)

(১৯৮) তিনিই অভাব মুক্ত এবং

(১৯৯) তিনিই সম্পদ প্রদান করেন।

وانه هو اغنى واقنى -

(আম্‌নজ্‌ম : ৪৮)

(২০০) তাঁহার আইনের পরিবর্তন নাই।

ولن تجد لسنة الله تبديلا -

(আল্‌ ফাত্‌হ : ২৩)

স্থলভাগের সমুদয় বৃক্ষকে লিখনীতে ও সপ্ত সাগরকে মসীরূপে পরিণত করিলেও মহিমাময় আল্লাহর পরিচয় লিখিয়া নিঃশেষ করা সম্ভবপর হইবে না।

৫—

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ

وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ

كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

(লোক্‌মান : ২৭)

(খ)

আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ইলাহ স্বীকার না করার কোর্‌আনী তাৎপর্য।

(১) আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রাণী এমন কি ক্ষুদ্রতম মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করার কাহারো ক্ষমতা নাই।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ

الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا

وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا

لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب –

(আল্ হজ্ব : ৭৩)

(২) আল্লাহ ব্যতীত পূজা প্রার্থনা (দোআ), ইবাদৎ, বন্দনা, উৎসর্গ ও উপাসনা কাহারো প্রাপ্য নয়।

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين

له الدين – (আল্ বাইয়েনাহ : ৫)

ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله

واجتنبوا الطاغوت – (আন্ নহ্ল : ৩৬)

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا –

(আন্নেসা : ৩৬)

ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

العالمين – (আল্ আন্আম : ১৬২)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

(আল্‌ফাতেহা : ৫)

(৩) আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষের শ্রেষ্ঠ, নিবিড় ও গভীরতম প্রেমের অধিকারী কেহ নাই।

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(আল্‌বাকারাহ : ১৬৫)

(৪) আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো অধিকার, সাম্রাজ্য ও প্রভুত্বের কোন দাবী গ্রাহ্য নয়।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ -

(ফাতের : ১৩)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ -

(আল্‌ ইসরা : ১১১)

(৫) আল্লাহ ব্যতীত বিপদবারণ, রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা ও ইষ্টসাধক কেহই নাই।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ‌ۚ

وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ‌ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - (ইউনুস : ১০৭)

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ - (আল্‌‘আন্‌আম : ৬৪)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ

وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ - (আল্‌ মু’মিনুন : ৮৮)

(৬) আল্লাহ ব্যতীত মানুষের প্রার্থনা শ্রবণকারী, তাহাদের ভরসা স্থল এবং জীবজগতের আশাপূর্ণকারী কেহই নাই।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

و يجعلكم خلفاء الارض ؟ ءاله مع الله ؟

(আন্‌নমল : ৬২)

و من يتوكل على الله فهو حسبه -

(আত্‌ত্বালাক : ৩)

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا

يملكون كشف الضر عنكم و لا تحويلا -

(আল্‌ইসরা : ৫৬)

(৭) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো জ্ঞান পূর্ণ এবং যথেষ্ট নয়।

وما اوتيتم من العلم الا قليلا -

(আল্ ইসরা : ৮৫)

(৮) আল্লাহ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীতে দৈবজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্‌-বক্তা কেহই নাই।

قل لا يعلم من في السموت و الارض الغيب

إِلَّا اللّٰهُ - (আন্নমল : ৬৫)

(৯) আল্লাহ ব্যতীত প্রাণী জগতের রেযেকদাতা কেহই নাই।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

(হূদ : ৬)

(১০) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো দাসত্ব ও অধীনতা স্বীকার করা যাইবে না।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ - (আলে ইমরান : ৭৯)

১১) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আদেশ প্রতি-পালন যোগ্য নয়।

[Contents](#)

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ - (আলে ইমরান : ১৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - (ইউসুফ : ৪০)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكٰفِرُوْنَ - (আল্‌মায়েদাহ : ৪৪)

(১২) আল্লাহ ব্যতীত কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সম্রাট, রাষ্ট্রাধিপতি ও শাসনকর্তা নাই।

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ -

(ইয়াসীন : ৮৩)

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ - (আল্‌আ'রাফ : ১২৮)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ - (আলে ইম্‌রান : ২৬)

(১৩) আল্লাহ ব্যতীত ভয় করার কেহ যোগ্যপাত্র নাই।

فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

(আলে্‌ ইম্‌রান : ১৭৫)

Contents

(১৪) আল্লাহ ব্যতীত মানব জাতির বিশ্বাস ও আচরণকে ব্যবস্থিত ও নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার কাহারো নাই।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

(আল্‌জাছিয়াহ : ১৮)

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ

مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ - (আশ্‌শূরা : ২১)

(১৫) ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইলাহী-বিধান সমূহকে পরিবর্তিত বা নব বিধান প্রবর্তিত করার অধিকার কাহারো নাই এবং উক্ত রূপ বিধান কদাচ প্রতিপালনীয় নয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا

اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ

يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ

يكفروا به - (আন্ নেসা : ৬০)

(১৬) আল্লাহ ব্যতীত জাতীয় গৌরব ও প্রতিষ্ঠা কেহই দান করিতে পারে না।

ان الارض لله يورثها من يشاء من

عباده - (আল্ আ'রাফ : ১২৮)

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من

تشاء - (আলে ইম্রান : ২৬)

(১৭) আল্লাহ ব্যতীত ব্যক্তিগত ও জাতীয় দুর্গতি ও পতন কেহই ঘটাইতে পারে না।

اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له -

(আর্রা'আদ : ১১)

يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما

غَيْرُكُمْ - (আত্ তওবা : ৩৯)

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ -

(আত্তাগাবুন : ১১)

(১৮) পৃথিবীতে কাহারো কোন ওকালৎ বা সুফারিশ আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য নয়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য মধ্যবর্ত্তিতা করার অধিকার কাহারো নাই।

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيعٍ -

(আস সাজ্দা : ৪)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

أَوْلِيَاءَ ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

اللَّهِ زُلْفَى ، - (আয্যুমর : ৩)

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا - (ঐ : ৪৪)

(১৯) আল্লাহ ব্যতীত ধন সম্পত্তি এবং দেহ প্রাণের মালিকানা স্বত্ব কাহারো নাই।

وما لكم الا تنفقوا فى سبيل الله

وللّٰه ميراث السموات والارض -

(আল্ হাদীদ : ১০)

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم

واموالهم بان لهم الجنة -

(আত্ তওবা : ১১১)

(২০) স্বেচ্ছাচার ও প্রবৃত্তির অর্চনাকে অস্বীকার করিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহার ব্যবস্থাকে শিরোধার্য্য করা আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ইলাহ স্বীকার না করার তাৎপর্য্য।

ارايت من اتخذ الهه هوه -

(আল্ ফুরকান : ৪৩)

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات

الله - (আল্ বাকারাহ : ২০৭)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۔ (আন্নাযেআৎ : ৪০)

(গ)

কলেমায় তৈয়েবার প্রথমার্ধ কর্তৃক গঠিত আকীদা

কোর্আনে বর্ণিত ব্যাখ্যানুসারে যাহারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ঐকান্তিক ভাবে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহাদের মনোভাব উক্ত বিশ্বাসের অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ নিম্নলিখিত ভাবে গড়িয়া উঠিবে :

১। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও স্রষ্টা, জীবনদাতা, প্রতি-পালক, অন্নদাতা, রক্ষাকারী ও সংহারক জানিবে না। একমাত্র আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, প্রতিপালক, অন্নদাতা, রক্ষাকারী ও সংহারক বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

২। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সর্ব্বজ্ঞ, শক্তিমান ও ভবিষ্যতের তের ওয়াকেফ্হাল বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। একমাত্র আল্লাহকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও ভবিষ্যতের ওয়াকেফ্হাল বলিয়া জানিবে।

৩। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও উপকার এবং অনিষ্ট সাধনের যোগ্য বিবেচনা করিবে না। শুধু আল্লাহকেই উপকার ও অনিষ্ট সাধনের যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

৪। আল্লাহ ব্যতীত কাহারো উপর নির্ভর এবং কাহারো আশা

পোষণ করিবে না। শুধু তাঁহার উপর নির্ভর এবং কেবল তাঁহারই আশা পোষণ করিবে।

৫। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করিবে না। একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করিয়া চলিবে।

৬। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম জানিবে না, একমাত্র তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম প্রেমাস্পদরূপে বরণ করিবে এবং তাঁহাকে অসীম প্রেমময় ও করুণানিধান বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

৭। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ইবাদত, অর্চ্চনা ও সাহায্য প্রার্থনার যোগ্য মনে করিবে না, কেবল তাঁহাকেই ইবাদত, অর্চ্চনা ও সাহায্য-প্রার্থনার যোগ্য বলিয়া জানিবে।

৮। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সর্বসন্তাপহারী, ক্ষমার অধিকারী, অন্ধকার হইতে রক্ষাকারী ও জ্যোতির দিশারী বলিয়া জানিবে না; একমাত্র তাঁহাকেই সর্ব্বসন্তাপহারী, ক্ষমার অধিকারী, অন্ধকার হইতে উদ্ধারকারী ও জ্যোতির দিশারী বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

৯। কাহাকেও রাজরাজেশ্বর, সম্রাট অথবা সার্ব্বভৌম প্রাধান্যের (Supreme Sovereignty) অধিকারী বিবেচনা করিবে না; একমাত্র আল্লাহকে সকল বিশ্বের ও সকল মানবের একচ্ছত্র সম্রাট, রাজরাজেশ্বর এবং সর্ব্বভৌম প্রাধান্যের অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

১০। আইন বা শরি'আত রচনা করার মৌলিক অধিকার ব্যক্তি-বিশেষ বা দল-বিশেষের জন্য স্বীকার করিবে না এবং আদেশ ও নিষেধের প্রকৃত ও মৌলিক অধিকারী বলিয়া কাহাকেও জানিবে না; একমাত্র আল্লাহকে আইন বা শরি'আত দান করার মৌলিক অধিকারী

Contents

এবং আদেশ ও নিষেধের প্রকৃত মালিক বলিয়া জানিবে।

১১। কোন মানুষ, দল, সমাজ ও শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন ও বিধানের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না।

১২। নবী, ফেরেশ্‌তা ও ওলিগণকে ইলাহী-ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ও সঙ্কোচন করিবার এবং আল্লাহর নিকট কাহারো জন্য ওকালত ও সুফারিশ করার অধিকারী বলিয়া কদাচ বিশ্বাস করিবে না। নবী এবং সাধু-সজ্জনগণ আল্লাহর অনুমতিক্রমে পরলোকে শাফাআত বা অনুরোধের অধিকারী হইবেন বলিয়া জানিবে।

যাহারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"—বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহারা—

১৩। আল্লাহকে এক ও একক এবং অদ্বিতীয় জানিবে।

১৪। কাহাকেও আল্লাহর সন্তান, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, সগোত্র, ভাগীদার, শরীক ও সহকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না।

১৫। বহির্জগতে ও অন্তর জগতে আল্লাহর নিদর্শন, প্রেম ও মহিমার প্রমাণ সন্ধান করিবে, কিন্তু কোন বস্তু বা প্রাণীর ভিতর মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব কদাচ স্বীকার করিবে না।

১৬। কাহারো পক্ষে আল্লাহর অবতারত্ব (Incarnation) লাভ করার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবে।

১৭। আল্লাহকে প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টজগতের সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অবস্থার ওয়াকেফহাল এবং তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ও সর্ব্বদ্রষ্টা বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

১৮। সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য্য আল্লাহর অভিপ্রায় ও ইচ্ছামত সাধিত হয় বলিয়া জানিবে।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বিশ্বাস করার পর—

১৯। নিজকে কোন বস্তুর পূর্ণ মালিক ও অধিকারী জানিবে না. এমন কি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রতঙ্গ, দৈহিক ও মানসিক বলকেও আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করিবে।

২০। আল্লাহর পছন্দ (Likings) ও অপছন্দ (Dislikings) কে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের মানদণ্ড (Standard) স্বরূপ গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিবিধান ও নৈকট্য-লাভকে জীবনের সকল সাধনা ও কর্ম্মতৎপরতার মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে স্থির করিবে।

২১। ব্যক্তিগত জীবন ও মৃত্যুর ন্যায় জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও বিধ্বস্তি আল্লাহর আদেশ অনুসারে সাধিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

২২। সর্ব্ববিধ আচরণের জন্য নিজেকে আল্লাহর কাছে দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং সকল সময় স্মরণ রাখিবে যে, স্বীয় আচরণের কৈফিয়ৎ আল্লাহকে দিতে হইবে।

———

(২)

কলেমায় তৈয়েবার শেষার্দ্ধের ব্যাখ্যা।

শাব্দিক অর্থ ঃ কলেমায় তৈয়েবার শেষাংশ হইতেছে ঃ "মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"। যে তিনটি পদ লইয়া এই বাক্য গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহ শব্দের অর্থ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। রসূল শব্দ একবচনে ও বহুবচনে, পুং-লিঙ্গে ও স্ত্রী-লিঙ্গে একই

ভাবে ব্যবহৃত হয়। রসূল ও রিসালৎ উভয়ের অর্থ অভিন্ন, কখনো ইহার অর্থ হয় সংবাদ (Message) অথবা পত্র (Letter or Book); কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের নিকট হইতে অপর ব্যক্তি বা দলের নিকট মৌখিক বা লিখিত ভাবে যে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তাহাকে রসূল ও রিসালৎ বলে। পুনশ্চ যাহাকে উক্ত সংবাদ সহকারে প্রেরণ করা হয়, অর্থাৎ সংবাদ-বাহক বা লিপি বাহক (Apostle, Messenger)-কেও রসূল ও রিসালৎ বলে। যে ব্যক্তি সংবাদসহ প্রেরিত হয় তাহাকে মুর্ছালও বলা হইয়া থাকে। ইব্নুল্ আম্বারী (—৩২৮) বলেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান পরস্পর সংযুক্ত সংবাদ যে বহন করিয়া লইয়া আসে, আরাবী অভিধানে তাহাকে রসূল বলা হয়। আরাবী সাহিত্যে বলা হয়: جاءت الابل رسلا উষ্ট্রপাল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একের পর এক আসিল।

সুতরাং "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ—বাক্যের আভিধানিক অর্থ এই হইল যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নিকট হইতে ক্রমবর্দ্ধমান পরস্পর যুক্ত সংবাদ সমূহ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর সংবাদসহ প্রেরিত,—সংবাদবাহী। (মুখ্তার: ৪২২ পৃ:; কামুছ: [৩] ৩৮৪ পৃ:; লিছান: [৩] ৩০২ পৃ:; Lane's Lexicon [১] ১০৮৪ পৃ:)।

(ক)

"মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ"র-কোর্আনী তাৎপর্য্য

"মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল,—এই স্বীকারোক্তির কোর্আনী তাৎপর্য্য এই যে:

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেরূপ অনিবার্য্য কর্তব্য, মোহাম্মদ (দঃ)-কে আল্লাহর সংবাদ বাহক (রসূল) রূপে প্রত্যয় করা—ঈমান স্থাপন করা, তুল্য ভাবে অবশ্য কর্তব্য—ফরয।

يا ايها الذين امنوا امنوا بالله و رسوله

والكتاب الذى نزل على رسوله - (আন্‌নিসা : ১৩৬)

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و امنوا

برسوله - (আল্ হাদীদ : ২৮)

و امنوا بما نزل على محمد - (মোহাম্মদ : ২)

فامنوا بالله و رسوله النبى الامى - (আ'রাফ : ১৫৮)

يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من

ربكم فامنوا خيرا لكم و ان تكفروا لله ما فى

السموت والارض - (আন্ নেসা : ১৭০)

انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله -

(আন্নূর : ৬২)

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا - (আল ফাত্‌হ : ১৩)

(২) হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا -

(আল্‌আন্‌আম : ৯২)

(৩) বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতি ও ভৌগলিক সীমা নির্ব্বিশেষে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সকল মানুষের জন্য আল্লাহর পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছেন, তিনি অখণ্ড মানব জাতির জন্য আল্লাহর রসূল।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - (আল্ আ'রাফ : ১৫৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ - (ছাবা : ২৮)

(৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) বিশ্ব চরাচরের জন্য করুণারূপী ছিলেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাঁহার আগমন আল্লাহর আশীর্ব্বাদ রূপে ঘটিয়াছিল।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(আল-আম্বিয়া : ১০৭)

(৫) মনুষ্য জাতিকে সকল প্রকার নিষ্পেষণ ও বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) আগমন করিয়াছিলেন।

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ - (আল্ আ'রাফ : ১৫৭)

(৬) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর সংবাদ-বাহক মহা-মানবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ

مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ -

(আল্‌বাকারাহ : ২৫৩)

(৭) কোর্‌আন কর্ত্তৃক বর্ণিত অথবা অবর্ণিত হয্‌রত মোহাম্মদের দঃ পুর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় নবী ও রসূলের প্রতি ঈমান কলেমায় তৈয়েবার শেষার্দ্ধ : 'মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল"—বাক্যের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ

الى ابرهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما

اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من

ربهم ؕ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون -

(আল্‌বাকারাহ : ১৩৬)

(৮) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর সর্ব্বশেষ প্রেরিত নবী ; অতঃপর আর কোন নবী, ভাববাদী ও আল্লাহর সংবাদ-বাহকের আগমন সম্ভবপর নয়।

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول

الله وخاتم النبيين - (আল্‌আহ্‌যাব : ৪০)

(৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, গোত্র ও দেশ নির্ব্বিশেষে পৃথিবীতে মানবত্বের এক ও অখণ্ড সমাজ গঠন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ؕ

وتقطعوا امرهم بينهم ؕ كل الينا راجعون -

(আল্‌ আম্বিয়া : ৯২)

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ -

(আল্ মুমিনুন : ৫৩)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۣ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۠ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ -

(আল্‌বাকারাহ : ২১৩)

(১০) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ বা তাঁহার অংশীদার, অবতার অথবা আল্লাহর পুত্র বা জ্ঞাতি নহেন, তিনি আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত, সংবাদ-বাহক মানুষ।

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا - (আল্‌ইস্‌রা : ৯৩)

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى -

(আল্‌কাহাফ : ১১০)

(১১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) ইষ্টানিষ্ট সাধনের মৌলিক অধিকারী ছিলেন না এবং গায়েবের (অদৃশ্য) বিদ্যা অবগত ছিলেন না। [ভবিষ্যতের যে সকল বিষয় তিনি প্রত্যাদেশের সাহায্যে জানিতে পারিয়াছিলেন, কেবল তাহাই জানিতেন।]

قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الا

ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت

من الخير وما مسنى السوء - (আল্‌ আ'রাফ : ১৮৮)

(১২) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) পরম সত্যবাদী ছিলেন।

والذى جاء بالصدق وصدق به - (আয্‌যোমর : ৩৩)

(১৩) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু তাঁহাকে প্রতারিত করে নাই এবং কখনো তাঁহার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে নাই। অর্থাৎ বাস্তব অপেক্ষা একটুও বেশী দেখেন নাই।

ما زاغ البصر وما طغى - (আন্‌নজ্‌ম : ১৭)

(১৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কবি ছিলেন না।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - (ইয়াসীন : ৬৯)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ - (আল্ হাক্কাহ : ৪১)

(১৫) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কথক বা জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ - (আল্হাক্কাহ : ৪২)

(১৬) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন না।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ - (আত্ তক্বীর : ২২)

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ - (আল্ কলম : ২)

(১৭) আল্লাহর সংবাদ বহন করিবার জন্য মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং যে সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার উপযোগী মানসিক বলের অভাব তাঁহার কখনো ঘটে নাই।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - (আন্নজ্ম : ১১)

(১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) কদাচ ভ্রান্তি ঘটে নাই এবং তিনি কখনো বুদ্ধিভ্রষ্ট হন নাই।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى - (আন্ নজ্ম : ২)

(১৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা এবং পাপ ও পুণ্যের মান (Standard)। অর্থাৎ যাহা তাঁহার নির্দ্দেশ, আচরণ ও সম্মতি দ্বারা সমর্থিত, তাহাই ন্যায়-সঙ্গত ও সত্য এবং যাহা অস্বীকৃত, তাহাই পাপ ও অন্যায়।

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط - (আল্‌হাদীদ : ২৫)

(২০) একমাত্র মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) জীবন্ত নবী, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন তাঁহার সত্যবাদিতা ও সত্য পরায়ণতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون -

(ইউনুস : ১৬)

لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون -

(আল্‌হিজ্‌র : ৭২)

(২১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির বিপদে সর্বাপেক্ষা ব্যথিত এবং তাহাদের কল্যাণ সাধনায় সর্বাপেক্ষা উদ্যোগী ও আগ্রহান্বিত এবং স্বীয় অনুসরণকারীগণের প্রতি সমধিক কোমল-চিত্ত ও দয়ার্দ্র ছিলেন।

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم - (আত্তওবা : ১২৮)

(২২) মহিমান্বিত ও পবিত্র কোরআন মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল।

انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا -

(আল্ ইন্‌ছান : ২৩)

(২৩) কোর্‌আনের ন্যায় মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবনব্যাপী আচরণ, নির্দ্দেশাবলী এবং সম্মতিসমূহও আল্লাহর প্রত্যাদেশ (ওয়াহী) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। হয্‌রতের জীবনব্যাপী কার্য্য-কলাপ, প্রকাশ্য ও গৌণ নির্দ্দেশাবলীকেই হিক্‌মৎ, সুন্নত বা হাদীস বলা হয়।

وانزل الله عليك الكتب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم - (আন্‌নিসা : ১১৩)

واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به -

(আল্‌বাকারাহ : ২৩১)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

وَالْحِكْمَةِ - (আল্ আহ্যাব : ৩৪)

(২৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) নিখিল বিশ্বের সমগ্র মানবের একচ্ছত্র ও বিশ্বস্ততম নেতা।

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ - (আত্ তক্বীর : ২১)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ

الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ - (আল্ জুম্আ : ২ ও ৩)

(৫) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) বিশ্ববাসীকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া আলোকিত পথে পরিচালিত করিবার জন্য মানব জাতির হস্তে ইলাহী বিধানের জ্বলন্ত বর্ত্তিকা প্রদান করিয়াছেন।

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ

الظلمت الى النور - (আত্‌তা'লাক : ১১)

(২৬ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) অতিক্রান্ত যুগের সংবাদবাহক-গণের সত্যবাদিতার সাক্ষ্যদাতা, স্বীয় ও পরবর্ত্তী যুগের মানব-মণ্ডলীর জন্য সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী এবং আল্লাহর দিকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী এবং স্বয়ং জ্বলন্ত সূর্য্যরূপী।

يايها النبى انا ارسلنك شاهدا و مبشرا

و نذيرا - و داعيا الى الله باذنه و سراجا

منيرا - (আল্‌আহ্‌যাব : ৪৫ ও ৪৬)

(২৭) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং যাহা আচরণ করিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্ব মানবের জন্য মতবাদ ও আচরণের যে বিধান [Code] প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্তটাই আল্লাহর নির্দ্দেশিত, একটি অক্ষরও তাঁহার কপোল-কল্পিত নয়।

قل انما اتبع ما يوحى الى من ربى -

(আল্‌আ'রাফ : ২০৩)

و لو تقول علينا بعض الاقاويل - لاخذنا

منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين -

(আল্‌হাক্কাহ : ৪৪, ৪৫, ৪৬)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحٰى -

(আন্‌নজ্‌ম : ৪)

(২৮) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কেবল আল্লাহর সংবাদবাহক ছিলেন না, তিনি আল্লাহর নির্দেশমত ইলাহী পয়গামের ব্যাখ্যা-কারীও ছিলেন।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - (আন্‌নহল : ৪৪)

(২৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ ইলাহীবার্তার ধারক ও বাহক ছিলেন, তদ্রূপ আল্লাহর আদেশানুযায়ী তাহার প্রচারক ছিলেন।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ -

(আল্‌ মায়েদাহ : ৬৭)

(৩০ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ আল্লাহর যে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি আল্লাহর নির্দেশমত তাহার প্রতিষ্ঠা-কারী ছিলেন।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

بين الناس بما أراك الله - (আন্‌নিসা : ১০৫)

(৩১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কোর্‌আন ও তাহার ব্যাখ্যা-রূপী ছুন্নতের যে কর্মসূচী [Programme] মানব জাতির হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকল দিক্ দিয়া পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গ সুন্দর।

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم

نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا -

(আল্‌মায়েদাহ : ৩)

(৩২) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত কর্মসূচী মানবের জাগতিক ও পারলৌকিক সকল প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট এবং জগতের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরণকারী ও প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের প্রতিভূ।’

وهو الذي أنزل إليكم الكتب مفصلا -

(আল্‌আন্‌আম : ১১৪)

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتب

يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم

يؤمنون - (আন্‌কাবুৎ : ৫১)

قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين، يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلم و يخرجهم من الظلمت الى النور باذنه و يهديهم الى صراط مستقيم - (আল মায়েদাহ : ১৫ ও ১৬)

(৩৩) মানুষের নৈতিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, তামাদ্দুনী ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যাহা প্রয়োজন, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত কর্মসূচীতে তাহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই।

ما فرطنا فى الكتب من شىء - (আল্‌আন্‌আম : ৩৮)

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمة لقوم يؤمنون - (আল আ'রাফ : ৫২)

و نزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شىء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين -

(আন্‌নহল : ৮৯)

(৩৪) যে বিধান মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির হস্তে

প্রদান করিবার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মানুষের দলগত ও ব্যক্তি-গত ভাবে রচিত ও কল্পিত সমুদয় রুহানী, তামাদ্দুনী, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও চারিত্রিক ব্যবস্থাসমূহ অপসারিত করিয়া উক্ত ইলাহী-বিধানকে প্রতিষ্ঠিত ও বলবৎ করার জন্যই রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ -

(আল্ ফাত্‌হ : ২৮, আছ্ ছফ : ৯)

৩৫ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) ইলাহী-বিধানের শিক্ষা-দাতা ছিলেন।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - (আলে ইম্‌রান : ১৬৪)

(৩৬) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) চরিতামৃত মানব-মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ও কর্মজীবনের সর্বোত্তম আদর্শ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

(আল্ আহ্‌যাব : ২১)

(৩৭) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) যে জীবনাদর্শ ও কর্মসূচী জগতবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত হয় নাই। তাহাকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত সুরক্ষিত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন।

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون -

(আল্‌হিজ্‌র্ : ৯)

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم - (আল্‌জুমুআ : ৩)

(৩৮) আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলমানগণের সর্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ। তিনি পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্বামী, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা মুসলমানগণের আপন জন ও অনুরাগের পাত্র।

قل إن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم

وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها

وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب

اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا

৭—

حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم

الفسقين - (আত্‌তওবা : ২৪)

(৩৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) মানব জাতির পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও মহা মাননীয়। জীবনে যেরূপ তিনি শ্রদ্ধা ও মান্যের অধিকারী ছিলেন, জীবনের পর-পারেও তিনি তুল্যরূপ প্রণয় ও শ্রদ্ধার অধিকারী রহিয়াছেন। যাহার বাক্যে ও আচরণে উক্ত শ্রদ্ধা ও মান্যের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইবে, তাহার ঈমানের দাবী অগ্রাহ্য।

وتعزروه وتوقروه - (আল্‌ফাত্‌হ : ৯)

يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله

ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم - يا أيها

الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت

النبى - (আল্‌হুজরাৎ : ১ ও ২)

(৪০) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগত ভাবেও সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম এবং তদীয় সহধর্মিণীগণ মুসলমানদের মা।

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه

أُمَّهَاتُهُمْ - (আল্ আহ্যাব : ৬)

(৪১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) পরিবারবর্গ পবিত্র এবং মুসলমানগণের সম্মানাস্পদ।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - (আল্ আহযাব : ৩৩)

(৪২) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) সহচরগণ আল্লাহর প্রীতি ও সন্তুষ্টি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহারা পরবর্ত্তী মুসলমানগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ - (আলমায়েদাহ : ৫৪)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ -

(আল্বাইয়েনাহ : ৮ ও আল্মুজাদলাহ : ২২)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ - (আল্ ফাত্হ : ১৮)

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ

وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا

من بعد وقاتلوا - (আল্ হাদীদ্ : ১০)

(৪৩) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করার ন্যায় তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাও অবশ্য কর্তব্য—ফরয ।

قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول -

(আন্ নুর : ৫৪)

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله

واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم -

(মোহাম্মদ : ৩৩)

(৪৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর প্রীতি অর্জ্জন করার উপায় নাই ।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم

الله - (আলে ইম্রান : ৩১)

(৪৫) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) সম্পূর্ণরূপে অনুগত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ঈমানের কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ

اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ - (আলে ইম্‌রান : ৩২)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - (আন্‌নিসা : ৬৫)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ - (আল্‌আহ্‌যাব : ৩৬)

(৪৬) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর অনুগত বলিয়া কেহ দাবী করার অধিকারী নয়, কারণ রসূলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর মাত্র।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ -

(আন্ নিসা : ৮০)

(৪৭) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) আহ্বানে সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য—ফরয, যাহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণকারী নয়, তাহারা প্রবৃত্তিপরায়ণ, ভ্রান্ত এবং অনাচারী।

يا يها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول -

(আল্ আন্ফাল : ২৪)

فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون

اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هوه بغير هدى

من الله ان الله لا يهدى القوم الظلمين -

(আল্কাছাছ্ : ৫০)

(৪৮) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) সকল প্রকার কলহ ও মত-ভেদের চরম মীমাংসাকারী।

فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول

ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر -

(আন্ নিসা : ৫৯)

(৪৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত আদর্শবাদ, নির্দ্দেশা-বলী ও কর্মসূচীর সহিত বিতর্ক ও কলহে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহার

মুকাবেলায় অপর কোন মতবাদ, অভিমত বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা মুসলমানের কার্য্য নয়।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (আন্ নিসা : ১১৫)

(৫০) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত কর্মসূচী ও আদর্শ-বাদের বিরুদ্ধাচরণ জাতীয় শান্তি, গৌরব ও সভ্যতার বিধ্বস্তির কারণ ও পারলৌকিক কঠোর দণ্ড ভোগ করার হেতু।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا - فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا - (আত্ তালাক : ৮ ও ৯)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (আন্ নূর : ৬৩)

ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا

كما كبت الذين من قبلهم - (আল্ মুজাদলা : ৫)

ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في

الاذلين - (ঐ : ২০)

ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم

خالدين فيها ابدا - (আল্ জিন : ২৩)

(৫১) জাতীয় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও নব-জীবন লাভ করার উপায় মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত মতবাদ [Ideology] ও কর্মসূচী [Programme]-কে বরণ করিয়া লওয়া।

اذا دعاكم لما يحييكم - (আল্ আন্ফাল : ৩৮)

والذين امنوا وعملوا الصلحت وامنوا بما

نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم

سياتهم واصلح بالهم - (মোহাম্মদ : ২)

(খ)

কলেমায় তৈয়েবার শেষার্দ্ধ কর্তৃক গঠিত মনোভাব, আকীদা—(Faith)

কোর্‌আনে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুসারে যাহারা "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্" কলেমা তৈয়েবার এই অংশকে একনিষ্ঠ ভাবে মান্য করিয়া লইবে, তাহাদের মনোভাব উক্ত বিশ্বাসের অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ নিম্ন লিখিত ভাবে গঠিত হইবে ঃ

(১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে নিখিল মানব জগতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিকট হইতে প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ সংবাদ বাহক আল্লাহর পক্ষ হইতে নিয়োজিত বিশ্বমানবের একচ্ছত্র নেতা স্বীকার করিবে।

(২) তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত ও শতধা বিচ্ছিন্ন মানব জাতির যোগ-সূত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

(৩) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বিশ্বপতির নিকট হইতে মানব জাতির অনুসরণীয় উৎকৃষ্টতম ও বিশ্বস্ততম বিধান সহকারে প্রেরিত এবং উক্ত বিধানকে কর্মজীবনে বাস্তবতার রূপ প্রদান করার দায়িত্ব সহ নিয়োজিত মহামানব ও আল্লাহর সংবাদ-বাহক জানিবে।

(৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা প্রতি-পালক, আল্লাহর অংশ, আল্লাহর পুত্র, বংশধর, জ্ঞাতি, অবতার এবং ইষ্টানিষ্টের অধিকারী ও ভবিষ্যতের ওয়াকেফহাল বলিয়া কদাচ ধারণা করিবে না।

(৫) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) অভিমত, আচরণ, সম্মতি, নিষেধ ও অসন্তোষকে পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যার মান [Standard] রূপে বিশ্বাস করিবে।

যাহারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে আল্লাহর রসূল মান্য করিবে, তাহারা—

(৬) তাঁহাকে পরম সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ এবং প্রমাদ-বিহীন ও পাপ-মুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

(৭) মোহাম্মদ রসূলল্লাহ (দঃ)-কে কবি, কথাশিল্পী, জ্যোতির্বিদ ও স্নায়বিক রোগগ্রস্ত বলিয়া কদাচ ধারণা করিবে না।

(৮) মোহাম্মদ রসূল্লাহ (দঃ)-কে মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম দরদী ও শুভানুধ্যায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

(৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে স্বীয় প্রাণ, পিতা ও মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু-বান্ধব এবং স্বীয় ইয্‌যৎ ও সম্পদ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তাঁহার জীবনের ন্যায় তাঁহার মৃত্যুতেও তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাস্পদ ও মহামাননীয় রূপে জানিবে।

(১০) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) সহধর্ম্মিণীগণকে স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় মনে করিবে এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ ও বংধরগণের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইবে।

(১১) তাবেয়ী (রসূলুল্লাহর সহচরগণের ছাত্র), ইমামগণ, ইমাম চতুষ্টয়, মুহাদ্দেস (হাদীস শাস্ত্রবিশারদ) ও মুজ্‌তাহেদ (Jurist) মণ্ডলী এবং আওলিয়ায় কেরামকে রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত দিন ও শরীআতের ধারক ও বাহক বলিয়া জানিবে এবং তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে; কিন্তু কোন ইমাম, আলেম ও জননায়কের অভিমতকে সমালোচনার উর্দ্ধে বিবেচনা করিবে না এবং তাঁহাদিগকে ভ্রম প্রমাদ-শূন্য মনে করিবে না।

যাহারা "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর" (দঃ) মান্য করিবে, তাহারা—

(১২) ফেরেশ্‌তা, ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ, পুনরুত্থান; চরম বিচার, বেহেশ্‌ত, দোযখ বা নরক, আল্লাহর সন্দর্শন লাভ, অদৃষ্টবাদ এবং আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক যাহা অকাট্য-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যথাযথ ভাবে স্বীকার করিবে।

(১৩) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় এবং তাঁহার পর-লোক গমনের পর অন্য কাহাকেও নবী, রসূল ও আল্লাহর প্রত্যাদেশ-বাহী বলিয়া স্বীকার করিবে না।

(১৪) একমাত্র মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে আল্লাহর নিকট হইতে নিয়োজিত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একচ্ছত্র নেতা মান্য করিবে, তাঁহার পর কোন ব্যক্তি, দল বা পার্টি বিশেষের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নেতৃত্ব (Paramountcy) স্বীকার করিবে না।

(১৫) যে মতবাদ ও বিশ্বাস পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হইয়াছে, বিনাদ্বিধায় অকুণ্ঠভাবে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে এবং যাহা প্রতিকূল, তাহা অকুতোভয়ে অস্বীকার করিবে।

(১৬) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত কোন মানুষকে সত্যের মান (standard) বলিয়া স্বীকার করিবে না, কোন ব্যক্তিকে সমালো-চনার ঊর্দ্ধে বলিয়া বিবেচনা করিবে না ; কাহারো মানসিক দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে না।

যাহারা "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ" (দঃ) স্বীকার করিয়া লইবে, তাহারা—

(১৭) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত মতবাদ ও শিক্ষাকে মানব জাতির শান্তি লাভের একমাত্র উপায় ; দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ ও নিষ্পেষণের হস্ত হইতে তাহাদের রক্ষা পাইবার একমাত্র ব্যবস্থা বলিয়া মান্য করিবে।

(১৮) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) যে বিধান মানব জাতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন তাহার সমগ্র অংশকে আল্লাহর নির্দ্দেশিত বলিয়া জানিবে, কোন অংশকে তাঁহার স্ব-কপোলকল্পিত বলিয়া ধারণা করিবে না।

(১৯) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত শিক্ষা ও কার্যক্রমকে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, কার্য্যকরী ও সুরক্ষিত জানিবে।

(২০) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) পরিগৃহীত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আদর্শ সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলিয়া ধারণা করিবে।

যাহারা "হযরত মোহাম্মদ" (দঃ)-কে আল্লাহর রসূল মান্য করিয়া লইয়াছে তাহাদের জন্য—

(২১) কোন নির্দ্দেশ প্রতিপালন করার পক্ষে শুধু ইহাই দ্রষ্টব্য হইবে যে, উক্ত আদেশ বা নিষেধ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া প্রমাণিত কিনা ? রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দ্দেশ প্রতিপালন করা কাহারো অনুমতি সাপেক্ষ হইবে না।

(২২) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) অকুণ্ঠ আনুগত্য ব্যতীত রুহানি-মুক্তির অন্য কোন উপায় কার্য্যকরী বিবেচিত হইবে না।

(২৩) বংশ, বর্ণ, গোত্র, দল, জাতি, গণ্ডী, রাষ্ট্র, ভৌগলিক সীমা ও ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত বিধান ও ব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

যাহারা "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ" (দঃ) স্বীকার করিবে, তাহারা—

(২৪) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত বিধানের কোন অংশের পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধন করার অধিকার কোন ব্যক্তি, দল

সমাজ বা গভর্ণমেণ্টের আছে বলিয়া কদাচ বিশ্বাস করিবে না।

(২৫) যে সকল বিচারালয়ের কার্য্য মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত আইন (কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নৎ) অনুসারে পরিচালিত হয় না, সেগুলিকে বিচার কার্য্যের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া জানিবে না।

(২৬) যে সকল কার্য্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্পাদন করেন নাই, অথবা পুণ্যজনক বলিয়া অভিহিত করেন নাই, সেইরূপ কার্য্য-কলাপকে কদাচ শুভ ও পুণ্যজনক বলিয়া ধারণা করিবে না।

(২৭) ব্যক্তিগত, বর্ণগত, দলগত, ভাষাগত, দেশগত ও জাতি-গত সকল সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি ও পার্থক্য ভাব বর্জ্জন করিবে এবং আল্লাহ, নিখিল মানব-জাতির একমাত্র প্রভু, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে সমগ্র মানব-সমাজের একচ্ছত্র নেতা এবং "কলেমায় তৈয়েবার" আদর্শবাদের কেন্দ্রে সমবেত প্রতিটি মানুষকে আপন আত্মীয় ও ভ্রাতা বিবেচনা করিবে।

(৩)

কলেমায় তৈয়েবা কর্তৃক গঠিত ব্যবহারিক আচরণ

(الطريقة المحمدية)

যাহারা কলেমায় তৈয়েবা অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ"—মন্ত্রের বর্ণিত কোরআনী তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার সহিত তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবে, তাহাদের মধ্যে অনিবার্য্য রূপে নিম্ন বর্ণিত আচরণ পরিদৃষ্ট হইবে:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মান্য করিয়া লওয়ার অপরিহার্য্য—ফল স্বরূপ—

(১) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে না, শুধু আল্লাহর সম্মুখে প্রণত ও অবনত মস্তক হইবে।

(২) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো পূজা (ইবাদৎ) এবং কাহারো নাম যপ করিবে না। একমাত্র আল্লাহর ইবাদৎ এবং তাঁহারই মহিমান্বিত নামের তস্‌বীহ পাঠ করিবে।

(৩) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো নিকট পাপ হইতে মুক্ত হইবার, বিপদাপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রার্থনা, সাহায্য, যাচঞা ও আশ্রয় কামনা করিবে না। কেবল আল্লাহর নিকট পাপমুক্তি, সঙ্কট-ত্রাণ ও বাঞ্ছা-পূরণের উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা, সাহায্য কামনা ও আশ্রয় ভিক্ষা করিবে।

(৪) আল্লাহ ব্যতীত কাহারো জন্য নযর (মানস) করিবে না। শুধু আল্লাহর জন্য সকল প্রকার নযর মান্নৎ করিবে।

(৫) আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো নামে উৎসর্গীকৃত কোন প্রকার ভোগ, নৈবেদ্য ও বলী ভক্ষণ করিবে না।

(৬) আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো নামে যবহ্‌ করিবে না, একমাত্র আল্লাহর নাম লইয়া যবহ্‌ করিবে।

(৭) আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করিবে না; শুধু মক্কা, মদীনা ও বয়তুল মক্‌দসের জন্য তীর্থযাত্রা করিবে।

(৮) স্বেচ্ছাচার ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে।

(৯) প্রবৃত্তির অর্চ্চনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আল্লাহর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে।

(১০) ধর্ম, সমাজ এবং জাতীয়তার নামে প্রচলিত দলসমূহের পক্ষপাতিত্ব না করিয়া সর্বদা ন্যায় ও সত্যের সমর্থন করিতে থাকিবে। পাপ, অত্যাচার ও অন্যায় যে কোন মানুষ দল বা সমাজের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা সমর্থন করিবে না।

(১১) স্বীয় দেহ, প্রাণ, ধন-সম্পত্তি, শারীরিক বল ও মানসিক-শক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কল্পে তাঁহারই আদেশক্রমে উৎসর্গ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

(১২) পৃথিবীতে যাহাতে একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব স্থাপিত হয় এবং আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তজ্জন্য জীবন ধারণ এবং সেই উদ্দেশ্যেই মৃত্যু বরণ করিবে।

"মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ"—স্বীকার করিয়া লওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ—

(১৩) জীবনের প্রত্যেক কার্যে আল্লাহর গ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও তাঁহার ব্যাখ্যারূপী রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীসকে আদর্শ ও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবে। যে কার্য্যক্রম (Programme) আল্লাহ ও তদীয় রসূল (দঃ) কর্তৃক আদিষ্ট বা সমর্থিত ও ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহা বরণ করিয়া লইবে এবং যাহা প্রতিকূল তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে।

(১৪) সর্ব প্রকার ব্যবহারিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও তামাদ্দুনী সমস্যার সমাধান কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ সুন্নতের ভিতর অনুসন্ধান করিবে।

(১৫) মানবীয় দল বা ব্যক্তি বিশেষের সর্বদা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) নির্দ্দেশের অধীনে অনুসরণ করিবে। রসূলুল্লাহর (দঃ)

আদেশের বিরুদ্ধে কাহারো কোন নির্দ্দেশ কদাচ প্রতিপালন করিবে না।

(১৬) ইবাদৎ, উপাসনায় পাপ পুণ্যে রুহানি মুক্তি ও আত্মশুদ্ধির সাধনায় একমাত্র রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত প্রকরণ, আচরণ, তরিকা ও নিয়মের অনুসরণ করিবে। সাধন ভজনের অন্যান্য প্রথা ও রীতি-সমূহের দিকে দৃক্‌পাত করিবে না।

(১৭) চরিত্রে, ব্যবহারে, জীবনযাত্রা প্রণালীতে, তামাদ্দুনী ব্যাপার সমূহে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থাৎ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর যে হেদায়ৎ ও ব্যবস্থা মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ, আচরণ ও সম্মতি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং উক্ত হেদায়ৎ ও ব্যবস্থার বিপরীত সকল পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করিবে।

(১৮) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে কেন্দ্র করিয়া পবিত্র কোর্-আন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের ভিত্তির উপর গঠিত সংঘের প্রত্যেকে পরস্পর সহোদরের মত ব্যবহার করিবে এবং তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধা-চরণ ও শত্রুতা সাধন করিবে না এবং বিভিন্ন দলে ও গণ্ডীতে বিভক্ত হইবে না।

(১৯) সাহাবা, তাবেয়িন, মুজ্‌তাহেদ, মোহাদ্দেছ, ফকিহ, ওলি এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাগণের ব্যক্তিগত উক্তি অভিমত ও সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বদা পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের মানদণ্ড দ্বারা পরীক্ষা করিতে থাকিবে; যাহা কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাহায্যে প্রমাণিত হইবে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবে তাহার অনুসরণ করিবে।

(২০) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, তামাদ্দুনী ও অর্থনৈতিক আদর্শবাদ ও ব্যবস্থাসমূহ যাহাতে

জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় তজ্জন্য যোর-যবরদস্তি ও বল-প্রয়োগ না করিয়া অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়ের সাহায্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

(২১) মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (দঃ) শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ গভর্ণমেন্ট যাহাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

(২২) যে সকল বিচারালয়ের আইন ও বিধি-ব্যবস্থা আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয় না, সাধ্যপক্ষে তাহার সাহায্য ও সংশ্রব এড়াইয়া চলিবে।

(২৩) যে সকল গভর্ণমেন্ট কোরআন ও হাদীসের নীতি (Principle) ও কার্য্যক্রম (Programme) স্বীকার করিয়া লয় নাই তাহাতে যোগদান ও তাহার পরিচালনা কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবে না।

---

(৪)

আনুষ্ঠানিক আচরণ (কর্ম্মযোগ)

اعمال الصالحة

পবিত্র মন্ত্র কলেমায় তৈয়েবা "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ"র যে অর্থ, কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঠিকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহারা উক্ত মন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে, তাহারা উক্ত বিশ্বাস, মতবাদ ও আকীদার লক্ষণ, নিদর্শন ও প্রমাণ

স্বরূপ নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিক আচরণ ও অভ্যাস দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। যাহাদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও অভ্যাসের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইবে, তাহাদের বিশ্বাসের দাবী স্বীকৃত হইবে না।

† فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا - (আল্‌কাহফ্‌ : ১১০,)

لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون - (আস্‌সাফ : ২, ও ৩)

(১) পাঞ্জেগানা নামাযে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

اقيموا الصلوة -

(আল্ বাকারাহ : ৪, ৮৩, ১১০, আন্ নিসা : ৭৭, ১০৩ আল্‌আন্‌আম : ৭২, আর্‌রূম : ৩০)

والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم ركعون -

(আল্‌মায়েদাহ : ৫৫)

Contents

(ক) নামায কে বুঝিয়া আদা করিবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ -

(আন্ নিসা : ৪৩)

(খ) নামাযের আর্‌কান আহ্‌কাম (নিয়ম প্রণালী) বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত নির্দ্দেশানুসারে সম্পাদন করিবে।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - (আল্‌বাকারাহ : ২৩৯)

(খ) যে স্থানে পূর্ব হইতে জামা'আতের সহিত নামায আদা করার ব্যবস্থা আছে অথবা সম্প্রতি যে স্থানে জামা'আতের সহিত নামায আদা করা সম্ভবপর, তথায় সাধ্যপক্ষে পাঞ্জে-গানা নামায জামা'আতের সহিত আদা করিবে। আইন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কেহ জামা'আত ছাড়িবে না।

وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ - (আল্‌বাকারাহ : ৪৩)

(ঘ) জুমু'আর নামায অতি অবশ্য জামে' মসজিদে আদা করিবে।

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع -

(আল্ জুমু'আ : ৯)

[জুমু'আ ও জামে' মসজিদ সংগঠন সম্পর্কে মৎপ্রণীত উর্দু পুস্তিকা :— (الضوء اللامع) দ্রষ্টব্য]।

(ঙ) যে কোন আহ্লে কিব্লা (যাঁহারা কাআবা' শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায আদা করেন) ইমামের পিছনে নিঃসঙ্কোচে নামায আদা করিবে।

واركعوا مع الركعين - (আল্বাকারাহ : ৪৩)

(চ) পরিবারবর্গকে নামাযে সুদৃঢ় হইবার জন্য আদেশ দিতে থাকিবে।

وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها -

(তাহা : ১৩২)

(২) রামাযান মাসে সিয়াম (উপবাস ও সংযম) পালন করিবে। আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া কদাচ সিয়াম পরিত্যাগ করিবে না।

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى

للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن

شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا

اوعلى سفر فعدة من ايام اخر -

(আল্‌বাকারাহ : ১৮৫)

(৩) সাধ্যপক্ষে অন্ততঃ জীবনে একবার কাআবা শরীফের হজ্ব করিবে।

ولله على الناس حج البيت من استطاع

اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن

العلمين - (আলে ইমরান ঃ ৯৭)

(ক) যাহারা কাআবার হজ্ব করিবে, তাহারা পবিত্র মদীনার মসজিদে রসূল (দঃ) এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র সমাধি দর্শন করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবে না।

(৪) ধনবান ও দরিদ্র সকলকেই ফেৎরার যাকাৎ (ছিয়ামের পরবর্তী দৈহিক যাকাৎ) প্রদান করিবে।

قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى -

(আল্‌আ'লা : ১৪ ও ১৫)

(৫) সমর্থ ব্যক্তি জমা টাকা, অব্যবহৃত অলঙ্কারাদি, গবাদি পশু, শস্যাদি এবং ব্যবসায়ে নিয়োজিত ধনের যাকাৎ পরিশোধ করিবে।

وَآتُوا الزَّكٰوةَ - (আল্‌বাকারাহ : ৪৩, ৮৩, ১১০)

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -

(আত্‌ তওবা : ৩৪)

(ক) যে সকল গভর্ণমেণ্ট ইসলামী শাসন তন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহারা আংশিক বা পূর্ণ যাকাৎ গ্রহণ করার অধিকারী নয়।

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا - (আন্‌নিসা : ১৪১)

(৬) ধনী ও দরিদ্র সকলেই স্ব-স্ব অবস্থানুসারে স্বীয় উপার্জ্জনের এবং খাদ্যের একাংশ ইসলাম প্রচার, জাতীয় দারিদ্রের বিলুপ্তি সাধন ও সমাজ গঠনের জন্য সর্বদা ব্যয় করিতে থাকিবে।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - (আল্‌বাকারাহ : ৩)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

(আল্‌বাকারাহ : ২৭৪)

[যাকাৎ ও ছাদাকাৎ সংগ্রহ ও বণ্টনের বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য "বয়তুলমালের" বণ্টন ব্যবস্থা পুস্তিকা দ্রষ্টব্য]

(৭) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধাচারী হইবে। স্নান, ওযূ, দন্ত-ধাবন প্রভৃতির সাহায্যে বিশুদ্ধ থাকিবে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

(আল্ বাকারাহ : ২২২)

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ - (আত্ তওবা : ১০৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ - (আন্নিসা : ৪৩)

اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا - (আল্ মায়েদাহ : ৬)

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم

وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم

وارجلكم الى الكعبين - (আল্‌মায়েদাহ্ঃ ৬)

(৮) অবসরকালীন সময়ে পবিত্র কোর্‌আন পাঠ করিবে এবং সকল সময়ে রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) নির্দ্দেশ মত আল্লাহ্‌র মহিমান্বিত নাম স্মরণ করিবে।

الذين اتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته

اولئك يؤمنون به - (আল্‌বাকারাহ্ঃ ১২১)

الذين يذكرون الله قيما وقعودا وعلى

جنوبهم - (আলে ইম্‌রানঃ ১৯১)

(৯) যে সকল বস্তুকে আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূল (দঃ) অখাদ্য করিয়াছেন, কদাচ তাহা ভক্ষণ করিবে না।

الذين يتبعون الرسول النبى الامى

الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ - (আল আ'রাফ : ১৫৭)

(ক) আল্লাহর নাম লইয়া যাহা যবহ করা হয় নাই তাহা ভক্ষণ করিবে না।

وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ - (আল আন্‌আম : ২১)

(খ) মৃত পশুপক্ষী, রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণী বা খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ - (আল মায়েদাহ্ : ৩)

(গ) গলা টিপিয়া মারা, আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মরা, উপর হইতে পড়িয়া গিয়া মরা এবং অন্য প্রাণীর আক্রমণ জনিত মরা পশু-পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিবে না।

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ -

(আল্মায়েদাহ : ৩)

(ঘ) হিংস্র-প্রাণী যে সকল পশুপক্ষী বধ করিয়াছে, তাহা ভক্ষণ করিবে না।

(ঐ : ৩) - وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

(ঙ) হিংস্র-প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিবে না। (ঐ : ৩)

হিংস্র প্রাণী যাহা বধ করিয়াছে, তাহা অখাদ্য হইলে হিংস্র প্রাণীর অখাদ্য হওয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয় এবং হাদীসের ভিতর তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

(চ) দর্গা, থান, কবর, প্রতিমা বা ঠাকুরের স্থানে যাহা বলী দেওয়া হইয়াছে তাহাও ভক্ষণ করিবে না।

(আল্মায়েদাহ : ৩) - وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

(ছ) মাদক দ্রব্যাদি সেবন ও গ্রহণ করিবে না।

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ؟

(আলমায়েদাহ : ৯১)

(জ) চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, ঠকামি, উৎকোচ, ব্যভিচার, অত্যাচার ইত্যাদির সাহায্যে লব্ধ অর্থ বা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -

(আল্ বাকারাহ : ১৮৮)

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ - (আল্‌মায়েদাহ : ৪২)

(ঝ) অনাথ পিতৃ মাতৃহীনের সম্পত্তি গ্রাস করিবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا

اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْلَوْنَ

سَعِيْرًا - (আন্ নিসা : ১০)

(ঞ) মিথ্যা ফত্ওয়ার সাহায্যে অর্থোপর্জ্জন করিবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ

وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ

بطونهم الا النار ! (আল্‌বাকারাহ : ১০৪)

(১০ ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইবে না।

واوفوا الكيل والميزان بالقسط -

(আল্‌আন্‌আম : ১৫২)

(১১) সুদ খাইবে না।

احل الله البيع وحرم الربوا -

(আল্‌বাকারাহ : ২৭৫,)

ذروا ما بقي من الربوا -

(আলবাকারাহ : ২৭৮)

(১২) জুয়া, লটারী, ইন্‌শিওরেন্স, ফটকা, ঘুষ, অত্যাচার ও মিথ্যাচারের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিবে না।

وان تستقسموا بالازلام - (আলমায়েদাহ : ৩)

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام،

رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه -

(আল্‌মায়েদাহ : ৯০)

(১৩) চুরি ডাকাতি করিবে না।

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا -

(আল মায়েদাহ : ৩৮)

وَلَا يَسْرِقْنَ - (আল্ মুমতাহেনা : ১২)

(১৪) যাহাতে একশ্রেণীর লোক সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া না বসে তজ্জন্য ধন সম্পত্তির সম্প্রসারণ করিবে।

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

(আল্ হাশ্‌র : ৭)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ --

(আল্‌হুমাযাহ : ১ ও ২)

(১৫) সন্তুষ্ট চিত্তে আপন সম্পদের কতকাংশ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়স্বজন, অনাথ বালক-বালিকা, দীন দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং সহচর ও বন্ধুবান্ধবের জন্য ব্যয় করিবে।

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى

الرِّقَابِ - (আল বাকারাহ : ১৭৭)

وبذي القربى واليتمى والمسكين

والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب

بالجنب - (আন্-নেছা : ৩৬)

(১৬) ধনিক ও পুঁজিবাদী হইবে না এবং ধনবাদের সমর্থন করিবে না।

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم -

(আত্-তওবা : ৩৪)

(১৭) আইন সঙ্গত কারণ ছাড়া ভিক্ষা করিবে না।

(আলবাকারাহ : ২৭৩) - لا يسئلون الناس الحافا -

(১৮) পরোপকার সাধনে ব্রতী হইবে।

(আল্-কাসাস্ : ৭৭) - واحسن كما احسن الله اليك

(১৯) মিথ্যাকথন ও মিথ্যাচরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য, ন্যায়-বিচারক ও স্পষ্টবাদী হইবে।

فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه

بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

(আত্‌তাওবা : ৭৭)

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ - (আত্‌তওবা : ১১৯)

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ - (আল্‌মুনাফেকুন : ১)

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

(আল্‌আন্‌আম : ১৫২)

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا ط

اِعْدِلُوْا - (আল্‌মায়েদাহ : ৮)

(২০) মুনাফেকী ও শঠতা পরিত্যাগ করিবে, নেফাক কে কুফ্‌র অপেক্ষা জঘন্য মনে করিবে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ - (আন্‌ নিসা : ১৪৫)

(২১) বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ - (আল্‌আন্‌ফাল : ২৭)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا - (আন্ নিসা : ৫৮)

(২২) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে না।

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

(আল্ ইস্রা : ৩৪) -

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ -

(মু'মিনূন : ৮, আলমা আরিজ : ৩২)

(২৩) অহঙ্কার বর্জ্জন করিবে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ - (লোক্মান : ১৮)

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ - (গাফের : ৩৫)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

(আল্ হাদীদ : ২৩)

(২৪) মিষ্ট-ভাষী হইবে, কর্কশ ও উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলিবে না।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا - (আলবাকারাহ : ৮৩)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا - (তাহা : ৪৪)

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ - (লোকমান : ১৯)

(২৫) দৃষ্টি নত করিয়া রহিবে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ - (আন্‌নূর : ৩০)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ -

(২৬) উদ্ধত ভাবে চলাফেরা করিবে না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا - (আল্‌ইস্‌রা : ৩৭)

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا - (আল্‌ ফুর্কান : ৬৩)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ - (লোক্‌মান : ১৯)

(২৭) শত্রু মিত্র নির্বিবিশেষে সদাচারী ও সৌজন্য পরায়ণ হইবে।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - (ফুস্‌সেলাৎ : ৩৪)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا - (আল্‌কাসাস্‌ : ৮৩)

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ - (আল্‌কলম : ৪)

(২৮) সর্ব্বদা ক্রোধ সংবরণ করিবে ও ক্ষমাশীল হইবে।

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ -

(আলে ইম্‌রান : ১৩৪)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ - (আল্‌ আ'রাফ : ১৯৯)

(২৯) উলঙ্গ হইবে না এবং নগ্নতার প্রতীক পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে না।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ - (আল্‌ মুমিনুন : ৫)

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ -

(আন্‌ নূর : ৩০, ৩১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : مِنْ قَبْلِ صَلَوٰةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوٰةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ

عورت لكم - (আন্-নূর : ৫৮)

يبني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا - يبني ادم لا يفتننكم الشيطن كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما -

(আল্ আ'রাফ : ২৬ ও ২৭)

(৩০) অশ্লীল, নির্লজ্জ বেতামিযির উক্তি ও আচরণ পরিহার করিবে।

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي -

(আন্‌ নহল : ৯০)

(৩১) স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যভিচারে কদাচ লিপ্ত হইবে না।

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا - (আল্ ইসরা : ৩২)

انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العلمين ائنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل - (আল্‌আন্‌কাবুৎ : ২৮ ও ২৯)

(৩২) বিধর্ম্মী নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না।

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن -

(আল্‌বাকারাহ : ২২১)

(৩৩) মুস্‌লিম নারী অমুসলমান পুরুষের সহিত কদাচ বিবাহিতা হইবে না।

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا -

(ঐ : ২২১)

(৩৪) বিনা প্রমাণে কাহারো সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করিবে না।

اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن

(৩৫) অজ্ঞাত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবে না।

(আল্‌ ইস্‌রা : ৩৬) - ولا تقف ما ليس لك به علم

(৩৬) কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তাহার চর্চ্চা করিবে না।

ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان

يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه -

(আল্‌ হুজুরাৎ : ১২)

(৩৭) কাহাকেও মিথ্যাপবাদ দিবে না।

(আল্‌ মুম্‌তাহেনা : ১২) - ولا يأتين ببهتان يفترينه

(৩৮) কাহারো ছিদ্র অন্বেষণ করিবে না।

(আল্‌ হুজুরাৎ : ১২) - ولا تجسسوا

(৩৯) কোন দলকে উপহাস করিবে না।

يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم -

(আল্ হুজুরাৎ : ১১)

(৪০) পরস্পরকে খোঁটা দিবে না।

ولا تلمزوا انفسكم - (আল্ হুজুরাৎ : ১১)

(৪১) উপহাস ব্যঞ্জক নাম লইয়া কাহাকেও ডাকিবে না।

ولا تنابزوا بالالقاب ۚ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان - (আল্ হুজুরাৎ : ১১)

(৪২) অধিক ঠাট্টা তামাশা করিবে না।

قالوا اتتخذنا هزوا ؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين - (আল-বাকারাহ : ৬৭)

(৪৩) বিধর্মী ও অংশীবাদী মুশ্‌রেকদিগকে কটূক্তি করিবে না।

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - - (আল্ আন্‌আম : ১০৮)

(৪৪) গুজব চঞ্চল হইবে না।

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ۚ ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم -

(আন্ নিসা : ৮৩)

وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ - (আল্ আহ্‌যাব : ৬০)

(৪৫) অমিত ব্যয় ও অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিবে।

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ - (ইস্‌রা : ২৬ ও ২৭)

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا - (আল্ ফুর্কান : ৬৭)

(৪৬) কৃপণ হইবে না।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ -

(আল্ ইস্‌রা : ২৯)

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ - (আল্ হাদীদ : ২৩ ও ২৪)

(৪৭ নাচ ও বাদ্যভাণ্ডে লিপ্ত হইবে না এবং অনুরূপ অনুষ্ঠান সমূহে যোগ দিবে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (লোক্‌মান : ৬)

(৪৮) কোন মুসলমান বা অমুসলমানকে ইসলামী দণ্ডবিধি বা ধর্ম যুদ্ধের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে হত্যা করিবে না। ইসলামী গভর্ণমেন্ট ছাড়া দণ্ডবিধি ও জেহাদের ব্যবস্থা বলবৎ হইবে না।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ -

(আল্ ইস্রা : ৩৩)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا - (আল্মায়েদাহ : ৩২)

(৪৯) ভ্রূণ হত্যা বা জন্ম নিরোধের সাহায্যে সন্তান হত্যা করিবে না।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ -

(আল্আন্আম : ১৫১)

(৫০) মাতা-পিতার প্রতি সম্ভ্রমশীল ও তাঁহাদের অনুগত হইবে, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, কদাচ তাঁহাদিগকে কর্কশ কথা বলিবে না। তাহাদের উপর রাগান্বিত হইবে না। পিতা-মাতা বিধর্মী হইলেও গার্হস্থ্য জীবনে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে এবং তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُ

هُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا -

(আল্ ইস্রা : ২৩, ২৪)

وصاحبهما في الدنيا معروفا - (লোকমান : ১৫)

(৫১) দুঃস্থ, পীড়িত ও আর্ত মানবের সেবা ও সাহায্য করিবে।

واحسن كما احسن الله اليك -

(আল্‌কাসাস্ : ৭৭)

واحسنوا ان الله يحب المحسنين -

(আল্‌বাকারাহ : ১৯৫)

(৫২) ধর্মীয় মনোভাব পরিবর্তিত করার জন্য অথবা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কাহারো প্রতি কদাচ বল প্রয়োগ করিবে না।

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي -

(আল্‌বাকারাহ : ২৫৬)

(৫৩). প্রতিপক্ষকে বুঝাইতে বা আল্লাহর পথে আহ্বান করতে হইলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ যুক্তিতর্ক, সুমিষ্ট ভাষা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের আশ্রয় লইবে।

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة

الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن -

(আন্‌নহল : ১২৫)

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى - (তাহা : ৪৪)

(৫৪) সর্ববিধ সৎকার্য্যের সমর্থন ও সাহায্য কল্পে অগ্রসর হইবে এবং পাপ, অন্যায় ও যুলমের সাহায্য ও সমর্থন করিবে না।

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - (আল্‌মায়েদাহ ঃ ২)

(৫৫) স্ত্রীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে।

وعاشروهن بالمعروف - (আন্‌ নিসা ঃ ১৯)

(৫৬) নারীগণ স্বীয় অঙ্গ ও অলঙ্কার সৌষ্ঠব স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, স্ত্রীলোক এবং যে সকল বালক ও পুরুষের নারীগণের প্রতি আকর্ষণ নাই, তাহাদের ব্যতিরেকে অপর কাহারো সম্মুখে প্রকাশ করিবে না।

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباءهن او اباء بعولتهن او ابناءهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نساءهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء - (আন্‌নূর ঃ ৩১)

(৫৭) মস্তক ও সর্বশরীর বড় চাদরে আবৃত করিয়া চলিবে।

يا ايها النبي قل لازواجك وبنتك ونساء

المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن -

(আল্‌আহ্‌যাব : ৫৯)

(৫৮) কব্জী পর্য্যন্ত হস্তের অগ্রভাগ ও মুখ নারীগণের খোলা থাকিবে।

ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها -

(আন্‌নূর : ৩১)

(৫৯) এরূপ ভাবে চলিবে না যাহাতে অলঙ্কারের শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়।

ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من

زينتهن - (আন্‌নূর : ৩১)

(৬০) উড়নি দ্বারা স্কন্ধ ও সম্মুখ ভাগ আবৃত রাখিবে।

وليضربن بخمرهن على جيوبهن -(আন্‌নূর : ঐ)

(৬১) মুর্খতার যুগের অর্থাৎ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যাংটা পোষাক ব্যবহার করিবে না।

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى -

(আল্‌আহ্‌যাব : ৩৩)

(৬২) গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত নারীগণ বাড়ীর ভিতর অবস্থান করিবে।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ - (আল্ আহ্যাব : ৩৩)

(৬৩) নারীগণ অর্থোপার্জ্জনের শ্রম : চাকুরী বাকুরী ও শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের কার্য্য করিতে স্বীকৃতা হইবে না।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ -

(আন্ নিসা : ৩৪)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - (আন্ নিসা : ১৯)

(৬৪) অর্থোপার্জ্জনের শ্রম কেবল পুরুষরা স্বীকার করিবে। (ঐ)

(৬৫) গার্হস্থ্য ও তামাদ্দুনী জীবনে নারী রক্ষিকার আসন লাভ করিবে।

حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا ··· حَفِظَ اللَّهُ - আন্ নিসা : ৩৪

(৬৬) যে সকল শিক্ষাগারে কিশোর ও কিশোরী, যুবক ও যুবতী মিলিত ভাবে অধ্যয়ন করে তথায় সন্তানগণকে শিক্ষা দিবে না।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ··· وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ -

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ - আন নূর : ৩০ ও ৩১

(৬৭) নারীগণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে বা তাহাদের নিকট কিছু চাহিতে হইলে আবরণের অন্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিবে ও চাহিবে।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ -

(আল্ আহযাব : ৩৩)

(৬৮) বিনানুমতিতে এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে ছালাম না করিয়া কাহারো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে না।

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

وتسلموا على اهلها- (আন্নূর : ২৭)

(৬৯) ছোট হউক বড় হউক পরস্পর সাক্ষাতের সময় "আস্সালামো আলায়কুম" বলিয়া অভিবাদন ও অভিনন্দন করিবে।

فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مبركة

طيبة - (আন্নূর : ৬১)

(৭০) ছুন্নৎ কর্ত্তৃক সমর্থিত পোষাক-পরিচ্ছদ ও কাট-ছাঁট অবলম্বন করিবে।

ولباس التقوى ذلك خير - (আল আ'রাফ : ২৬,)

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة -

আল আহযাব : ২১)

(৭১) মুসলমানগণের সহিত ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم -

(আল্হুজুরাৎ : ১০)

(৭২) সালাম দোআ এবং মৃতের মাগ্ফেরাৎ কামনা শুধু মুসলমানগণের জন্য নির্দিষ্ট করিবে।

ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين

ولو كانوا اولي قربى - (আত্তওবা : ১১৩)

(৭৩) দুই জন বা দুই দল মুসলমান বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে আপোষ করিয়া দিবে।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا - (আল্‌হুজুরাৎ : ৯)

(৭৪) কোরআন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের নির্দ্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে কর্তব্য পালনের জন্য আদেশ দেওয়া ও অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার অভ্যাস রাখিবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (আলে ইমরান : ১১০)

(৭৫) অত্যাচারী (যালেম), ব্যভিচারী (ফাসেক) অনাচারী (বেদ্‌আতি) ও ইস্‌লামের শত্রুবর্গের সহিত অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা পরিহার করিবে। তবলীগ ও উপদেশের উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহাদের সংশ্রব এড়াইয়া চলিবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ
لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا - (আলে ইম্‌রান : ১১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ - (আল্‌মুম্‌তাহেনা : ১)

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -
(আল্‌আন্‌আম : ৬৮)

(৭৬) যে সকল অমুসলমান মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নয়, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم

وتقسطوا اليهم - (আল্ মুম্‌তাহেনা : ৮)

(৭৭) অর্থ সহ কোরআন পাঠ করা অবশ্য শিক্ষা করিবে।

افلا يتدبرون القران ؟ ام على قلوب اقفالها؟

(মোহাম্মদ : ২৪)

(৭৮) কোন স্থানে একাধিক ব্যক্তি বাস করিলে ইসলামী জামা'আৎ গঠন করিয়া বাস করিবে।

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

(আল্ ইমরান : ১০৩)

(৭৯) ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ইসলামী জামা'আতের নেতার আনুগত্য স্বীকার করিবে। পবিত্র কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরুদ্ধ তাঁহার কোন নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিবে না।

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر

منكم - (আন্-নেছা : ৫৯)

(৮০) দৈহিক বল লাভ করিবার, আত্মরক্ষা করিবার ও ইস্-লামের শত্রুবর্গের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য শক্তি চর্চ্চা করিবে।

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ - (আল্‌আন্‌ফাল : ৬০)

(৮১) ইসলাম প্রচার, ইসলামী আদর্শবাদের সম্প্রসারণ ও প্রকৃত মোহাম্মদী জামা'আৎ গঠন কল্পে প্রাণপণে অগ্রসর হইবে।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ -

(আলে ইম্‌রান : ১০৪)

(৮২) ইসলামী জামা'আতের নেতৃত্বে বয়তুলমাল (Treasury) গঠন করিবে।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ -

(আত্‌ তওবা : ৬০)

(৮৩) ইসলামী জামা'আতের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও তর্‌বীয়তের জন্য শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করিবে।

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ -

(আত্‌তওবা : ১২২)

(৮৪) ধন প্রাণ, লিখনী, রসনা ও তরবারির জিহাদকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বলবৎ রাখিবে।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -

(আলহজ্ব : ৭৮)

(৮৫) "কলেমায় তৈয়েবা" উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا - (আলআহ্‌যাব : ২৩)

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ -

(আলে ইমরান : ১০২)

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات و الصلوة و السلام على افضل البريات سيدنا محمد خلاصة الكائنات وعلى اله و اصحابه التحيات - و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين -

নুরুল হোদা, দিনাজপুর,
লায়লাতুল বদর—রজবুল মোরাজ্জব: ১৩৬৭ হিঃ